গণতন্ত্র

January, 2025 রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের ষাণ্মাসিক ই-পত্রিকা Vol. no. V, Issue no. II

প্রচ্ছদ প্রবন্ধ

ভারত মার্কিন সম্পর্ক: জোট নিরপেক্ষতা পেরিয়ে বাস্তববাদের প্রেক্ষিতে

ভারত ও চীন: অতি সাম্প্রতিক সম্পর্কের সমীকরণ

টোকিও ও নয়াদিল্লি: দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত মৈত্রীর বিকাশ

নিয়মিত বিভাগ

- শ্রদ্ধা জ্ঞাপন
- সাম্প্রতিক ইস্যু
- ক্যুইজ
- পুস্তক পর্যালোচনা
- বিভাগীয় অন্দরমহল
- প্রাক্তনীর কলমে

মুখ্য উপদেষ্টাঃ শ্রীকৌস্তভ ভট্টাচার্য্য, ভার-প্রাপ্ত অধ্যক্ষ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

উপদেষ্টা মন্ডলীঃ পরিচলন সমিতির মাননীয়া সভাপতি সহ অন্যান্য সদস্য ও সদস্যা এবং একাদেমিক সাব কমিটির সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

সম্পাদকঃ শ্রীপ্রসেনজিৎ সাহা, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

সহযোগী সম্পাদক মন্ডলীঃ সফিউল ইসলাম খান, সহকারী অধ্যাপক। শ্রী স্বপন কুমার বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক। মৃণাল সিংহ বাবু, স্টেট এডেড কলেজ টিচার। রিংকি বিশ্বাস, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

পত্রিকাস্বত্বঃ করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ প্রকাশকাল : ৩রা, মে ২০২৫

Vol. no. V, Issue no. II (January, 2025)

পত্রিকায় উল্লিখিত বা লিখিত মন্তব্য লেখকের নিজের, প্রতিষ্ঠান বা সম্পাদকের নয়।

প্রকাশক: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

মতামত বা অভিযোগ বা ম্যাগাজিন সম্পর্কে যেকোনো মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
politicalscience@karimpurpannadevicollege.ac.in

Website Link : https://karimpurpannadevicollege.ac.in/emagazine/

@ পত্রিকা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ব্যতীত পত্রিকার যে কোন অংশের অনুলিপি অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

মুদ্রণ ও ডি টি পি : শ্রী জয়ন্ত দত্ত, নবদ্বীপ ।

বিষয় সূচীঃ

সম্পাদকের কলমেঃ-

শ্রদ্ধা

১। ডঃ মনমোহন সিংহ --দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার • পিয়ালী বিশ্বাস

সাম্প্রতিক ইস্যু

২। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর পুন:নির্বাচন • শ্রী মৃণাল সিংহ বাবু
৩। দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক পরিবর্তন: ২৭ বছর পর বিজেপির পুনরুত্থান • গোলাম কিবরিয়া সর্দার
৪। The Aparajita Women and child Bill_2024 • বর্ষা খাতুন

প্রচ্ছদ প্রবন্ধ

৫। ভারত মার্কিন সম্পর্ক: জোট নিরপেক্ষতা পেরিয়ে বাস্তববাদের প্রেক্ষিতে • তোতন হালদার
৬। ভারত ও চীন: অতি সাম্প্রতিক সম্পর্কের সমীকরণ • ফারহিন খাতুন
৭। টোকিও ও নয়াদিল্লি: দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত মৈত্রীর বিকাশ • শ্রী সুদাম দেবনাথ

দ্বিদিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র

রেজাল্ট

প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ট সেমিস্টার

প্রাক্তনীর কলমে

রুবিনা খাতুন

পুস্তক পর্যালোচনা

তামান্না ইয়াসমিন

ক্যুইজ বিভাগ

সৌরভ স্বর্ণকার

ফিরে দেখা

ক্যুইজের উত্তর

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টি কেবল সামাজিক বিজ্ঞান চর্চায় নয়, দেশের জাতীয় স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। আর এই সম্পর্ক এবং তার সমীকরণ সর্বদা পরিবর্তনশীল। কারণ জাতীয় স্বার্থ যে পরিবর্তনশীল। হ্যান্স. জে. মর্গেনথাউ তাঁর বাস্তববাদ এর ছয়টি নীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন জাতীয় স্বার্থ অপরিবর্তিত হলেও, স্বার্থের প্রকৃতি পরিবর্তনশীল। পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই এই নীতিকে মেনে চলে এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য সম্পর্কের সমীকরণ বদলায়। ভারতের ক্ষেত্রেও এই নীতির অন্যথা হয়নি। স্বাধীনতার শুরুতে জোট নিরপেক্ষতার নীতি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া এবং পুঁজিবাদী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সম দূরত্ব বজায় রাখার একটা ইতিবাচক নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের এবং জাতীয় স্বার্থের প্রেক্ষিতে এই সম্পর্কের সমীকরণ বদলেছে। ভারত এখন 'গ্লোবাল পাওয়ার' এর দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে, ফলে দেশ এখন বাস্তববাদই হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে ইউরোপের বৃহৎ শক্তি, এশিয়ায় চীন, মধ্যে এশিয়ায় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে, অন্যদিকে লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ভারতকে অনেক সময়তেই তার রণকৌশল বদলাতে হয়েছে। এখন শুধু যুদ্ধ, ব্যবসা এগুলোই একটা দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ককে বাস্তবে পরিচালিত করে না। পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিও অন্যতম ইস্যু। সামগ্রিক বিষয়টিকে পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষিতে দেখবার জন্যই আমাদের এবারের গণতন্ত্রের প্রচ্ছদ নিবন্ধে রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর পাশাপাশি এশিয়ার জাপান, চীন এই রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের পরিবর্তিত সম্পর্কের গতিপথ এবং বর্তমান অবস্থাকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি অতি সাম্প্রতিক তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিল্লির নির্বাচন, মার্কিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচন এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা কর্তৃক পেশ হওয়া হওয়া 'অপরাজিতা বিল' বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা শিক্ষার্থীদের ভীষণ কাজে লাগবে। এছাড়াও এই সংখ্যায় ধরা রইল বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের কিছু মুহূর্ত কথা, সঙ্গে কুইজ, বিভাগীয় রেজাল্ট এবং শিক্ষার্থীদের সাফল্য। যদিও এটি জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল , অনিচ্ছাকৃত দেরি হওয়ার জন্য আমরা পাঠকের কাছে আগাম ক্ষমাপ্রার্থী।

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

ডঃ মনমোহন সিংহ --দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার

(২৬ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ – ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০২৪)

পিয়ালী বিশ্বাস, তৃতীয় সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

"নীরবতা তাঁর শক্তি, জ্ঞান তাঁর অস্ত্র"

ভূমিকা:- ডঃ মনমোহন সিংহ ছিলেন একজন ভারতীয় রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও আমলা। তিনি ২০০৪ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ভারতের ত্রয়োদশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ভারতের প্রথম শিখ প্রধানমন্ত্রী এবং একজন সন্মানিত অর্থনীতিবিদ মনমোহন সিং ভারতের অর্থনীতি রুপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতকে বিশ্বব্যাপী খ্যাতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সন্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত আছেন।

প্রাথমিক জীবন ও শিক্ষা:- ১৯৩২ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবের গাহ গ্রামে জন্মগ্রহণকারী মনমোহন সিং এর পরিবার ছিল শিখ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর বাবা মা ছিলেন গুরুমুখ সিং এবং অমৃত কৌর। অবিভক্ত পাঞ্জাব প্রদেশের যেই ছোটো গ্রামটিতে না ছিল বিদ্যুৎ, না ছিল খাওয়ার জলের ব্যবস্থা। এইরকম একটি গ্রাম থেকে উঠে আসা মনমোহন সিং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পান ক্রেমবিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারপর তিনি ডি ফিল উপাধি পান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

কর্মজীবন:- শিক্ষা জগতে ডঃ সিং এর পরিচিতি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে। এরপর সরকারের যে সব গুরুত্বপূর্ণ পদ তিনি অলংকৃত করেছেন সেগুলি হল - অর্থ মন্ত্রকের

সচিব, যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান।

ভারতের অর্থনীতির মোড় ঘোরানো:- মনমোহন সিংহ রাজনীতির ময়দানে পরিচিত হন ১৯৯১ সালে ভারতের অর্থমন্ত্রী হিসেবে। সেই সময় ভারতের অর্থনীতির ভয়াবহ অবস্থা হয়েছিল। নরসিমা রাও এর মন্ত্রীসভার যোগ দেবার পর তাঁর প্রথম ভাষণে তিনি ভিক্টর হুগোর বিখ্যাত উক্তি উদ্বৃত করে বলেছিলেন "যদি কোনো একটি ভাবনার আসার সময় হয়ে গিয়ে থাকে, তাকে পৃথিবীর কোনো শক্তিই আটকাতে পারে না"।
সেটিই ছিলো ভারতের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সংস্কারের শুরুর ইঙ্গিত। এরপরই শুরু হয় বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কার। আর এখান থেকেই ভারতীয় অর্থনীতি সত্যিই ঘুরে দাঁড়ায় ।

রাজনৈতিক জীবন:- তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ডঃ সিং ১৯৯১ সাল থেকে সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্য ছিলেন। ২০০৪ সালের নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রী পদ নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি ডঃ সিং
এর অর্থনৈতিক দক্ষতার কারণে ইউপি এর থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিংকে বেছে নেন।

তাঁর প্রথম পাঁচ বছরের মেয়াদকালে সবচেয়ে বড়ো জয়টা ছিল যুক্তরাষ্ট্র থেকে পারমাণবিক প্রযুক্তি পাওয়ার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা। এরপর ২০০৯ সালে ২২ শে মে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তবে তঁার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ সবসময় থেকেই গেছে যে তিনি খুব নরম প্রকৃতির মানুষ আর সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। তবে তাঁর সততা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে সবাই তাকে সন্মান করেন।

পুরস্কার ও সন্মান:- মনমোহন সিং তাঁর জীবনে বহু পুরস্কার ও সন্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল ১৯৮৭ সালে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার পদ্মভূষণ প্রাপ্তি। ১৯৯৩ সালে তিনি বছরের সেরা অর্থমন্ত্রী হিসাবে পান ইউরো মানি পুরস্কার।

উপসংহার:- মনমোহন সিংকে ইতিহাস মনে রাখবে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে যিনি ভারতকে অর্থনৈতিক ও পারমাণবিক একঘরে হয়ে যাওয়ার থেকে উদ্ধার করেছিলেন। যদিও ইতিহাসবিদদের একাংশ মনে করেন যে তার বোধহয় আরও আগেই অবসর নেওয়া উচিত ছিলো। তবে মনমোহন সিং ২০১৪ সালে পদত্যাগ করার আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন " আমি আশা করবো যে সমসাময়িক গণমাধ্যম এবং সংসদের বিরোধী দলগুলোর তুলনায় ইতিহাস আমার প্রতি বেশি সদয় হবে " । ভারতের এক উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব ডঃ মনমোহন সিংহ ২০২৪ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর মৃত্যু বরণ করেন।

সাম্প্রতিক ইস্যু

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর পুন:নির্বাচন

মৃণাল সিংহ বাবু

স্টেট এডেড কলেজ টিচার , করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

রাষ্ট্রপতির পদ ২০১৬ - ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়কাল ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমবার কার্যকাল সম্পূর্ণ করার পরই দ্বিতীয়বার আর সুযোগ দেয়নি মার্কিন জনগণ। কিন্তু পরবর্তী রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের সময়কাল শেষ হওয়ার পরে ৪৭ তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রিপাবলিকান দল থেকে জয় লাভ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০ শে জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে মার্কিন রাষ্ট্রপতি হিসাবে পুনঃ শপথ গ্রহণ করেন। যৌন কেলেঙ্কারি, ব্যভিচারী মনোভাব, দাম্ভিকতা, মদিরা নারী আসক্তি, রাষ্ট্রবাদী প্রভৃতি বিরোধীদের অভিযোগ সত্ত্বেও বিশ্বে শক্তিশালী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ও স্বাধীনচেতা মার্কিন নাগরিকদের দেশে রাষ্ট্রপতি পদের পুনঃ নির্বাচনে জয় লাভ ডোনাল্ড ট্রাম্প অত্যন্ত দক্ষ রাজনৈতিক কৌশলী ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প এর প্রত্যাবর্তনের পেছনে যুক্তি :- ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি পদে পুনঃনির্বাচিত হওয়ার পিছনে যে যুক্তিগুলো উঠে আসে সেগুলি আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রাক্তন মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি ও ডেমোক্রেটিক পার্টির রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী কমলা হ্যারিস হেরে যাওয়ার জো বাইডেন ও তার ডেমোক্রেটিক পার্টি। রাষ্ট্রপতি পদ পরিচালনা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য দুর্বলতা ডেমোক্রেটিক পার্টি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লুকিয়ে রেখেছিল, তার ফল হ্যারিসের উপর পড়ে। এছাড়া নির্বাচনী সংক্ষিপ্ত ও ঘনীভূত প্রচার, প্রচারে পুরুষ পশ্চাৎমুখী উদ্বেগকে অবহেলা রিপাবলিকান দলের জয় কে আরো বেশি এগিয়ে দিয়েছে। এছাড়া কমলা হেরিস একদিকে কৃষ্ণাঙ্গ অপরদিকে মহিলা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাদা কালো দন্দ্ব ও পুরুষ প্রভাব তাঁকে অনেকটাই নির্বাচনে পিছিয়ে রেখেছিল।

ডোনাল্ড ট্রাম্প যে চতুর রাজনৈতিক কৌশল ব্যবহার করেছিলেন, আরো কয়েকটি দিক হলো ১. মহিলাদের গর্ভপাতের ব্যাপারে অপমানজনক বিস্ময় প্রকাশ ও গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত রাজ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া কিছুটা পুরুষবাদকে পরোক্ষে উৎসাহিত করে শ্বেতাঙ্গ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ভোট আকর্ষণ করে। ২০২৪ নির্বাচনে তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোট ৪২% দাঁড়িয়েছে যেটি ২০২০র নির্বাচনে ৩৫% ছিল। ২. আমেরিকান পুরো সমাজের ক্ষয়, সামাজিক কাঠামো গুলি যখন দুর্বল হয়ে পড়ে এর ফলে নিয়ন্ত্রণকারী নেতার চাহিদা বৃদ্ধি পায়, এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি তা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে তার ফল ধরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মত পরপর নেতাকে নির্বাচন করা সহজ হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ৩) ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতি

মূল চালিকাশক্তি শুল্কনীতির 'প্রথম আমেরিকা' ভাবনা আমেরিকান জনগণকে সমৃদ্ধশালী করে তুলবে এটা মার্কিন নির্বাচকদের প্রভাবিত করে। ৪) দীর্ঘদিন ধরে ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ আলোচনার মাধ্যমে কমিয়ে আনার আশ্বাস দেওয়া মার্কিন জনগণকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরবর্তী পদক্ষেপ ও তার প্রতিক্রিয়া:- ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে আসিন হওয়ার পরেই মার্কিন অভিবাসন নীতি কার্যকরী করেন, পাশাপাশি শুল্কনীতি পরিবর্তন ঘটান। ট্রাম্প প্রত্যাবর্তনের ফলে অবৈধ অভিবাসন রোধ এবং বৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়া সহজীকরণের জন্য নতুন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নির্বাহী পদক্ষেপটি জন্মগত নাগরিকত্বকে লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী অননুমোদিত অভিবাসীদের সন্তানদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব প্রদানকে চ্যালেঞ্জ করা। গ্রিন কার্ড থাকলেই আমেরিকায় স্থায়ী ভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বসবাস নয়! সম্প্রতি, আমেরিকায় ‘গোল্ড কার্ড’ চালু নিয়ে ভাবনাচিন্তার কথা জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এছাড়া চীন, ভারত থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, সুইজারল্যান্ড মতো বিভিন্ন দেশের প্রতি শুল্ক চার্জ বৃদ্ধি ঘটানোর দেশগুলির মধ্যে একই ধরনের মিথস্ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এছাড়া ইজরায়েল এ গাজা ভূখণ্ডের সমস্যার সমাধান আশ্বাস, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা ও ইউক্রেনকে সাহায্য না করা বার্তা প্রদান করে। এ সকল রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হওয়ার পরে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সম্প্রতি জো আমেরিকার নতুন শুল্ক নীতি নিয়ে বিশ্বজুড়ে সাড়া পড়ে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, চীনসহ একাধিক দেশ তীব্র ভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই নীতির সমালোচনা করেছে। এরই মধ্যে দেশের অন্দরেও বিক্ষোভের মুখে পড়েছে ট্রাম্প সরকার। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্ক নীতির প্রতিবাদে থেকেই রাস্তায় নেমেছে হাজার হাজার মার্কিন নাগরিক, দেশের ৫০টি স্টেট থেকেই উঠেছে বিক্ষোভের স্লোগান, প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। ট্রাম্প নয়া শুল্ক নীতি ঘোষণার পর থেকেই বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এর ফলে মার্কিন অর্থনীতিও বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই নতুন শুল্কনীতি ফলে ইলেকট্রনিক্স জাত দ্রব্য ও বিদেশী পণ্য দাম দ্বিগুণ হবে যা নাগরিকদের উপর চাপ পড়বে।

দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক পরিবর্তন: ২৭ বছর পর বিজেপির পুনরুত্থান

গোলাম কিবরিয়া সর্দার, ষষ্ঠ সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

নয়াদিল্লি, ভারতের রাজধানী । দিল্লির নির্বাচন সবসময়ই দেশব্যাপী আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু থাকে। এটি শুধু একটি নগর প্রশাসনের ভোট নয়, বরং জাতীয় রাজনীতির গতিপথ নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দিল্লির নির্বাচনে সাধারণত বিধানসভা নির্বাচন, পৌর নির্বাচন ও লোকসভা নির্বাচন হয়ে থাকে, যেখানে বিভিন্ন দল ও রাজনৈতিক কৌশল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে চমকপ্রদ ফলাফল! দীর্ঘ ২৭ বছর পর ক্ষমতায় ফিরে এলো ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। ৭০ আসন বিশিষ্ট এই নির্বাচনে বিজেপি একাই ৪৮ টি আসনে বিপুল জয় লাভ করেছে। অন্যদিকে, একসময়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আম আদমি পার্টি (আপ) মাত্র ২২টি আসনে সীমাবদ্ধ থেকে বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে।

এই নির্বাচনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবাল ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার পরাজয়। কেজরীবাল নয়াদিল্লি আসনে বিজেপির প্রবেশ সিংহের কাছে ৩,১৮২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন, আর সিসোদিয়া জংপুরা আসনে বিজেপির তরবিন্দর সিংহের কাছে ৬০০ ভোটের ব্যবধানে হার মেনেছেন।

২০২৫ সালের দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী, দিল্লিতে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৮৫৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিলেন ৮৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৪৫ জন, মহিলা ভোটার ৭১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯৫২ জন, এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন ১,২৬১ জন।

এই বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানের হার ছিল ৬০ শতাংশেরও বেশি। এর মধ্যে, মহিলাদের ভোটদানের হার ছিল ৬০.৯২ শতাংশ, এবং পুরুষদের ৬০.২১ শতাংশের, মহিলাদের তুলনায় সামান্য কম।

নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী প্রধান দল গুলি : রাজধানীর নির্বাচনে প্রধানত তিনটি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন

১। আম আদমি পার্টি (AAP)

২। ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)

৩। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (INC)

৭০ আসন বিশিষ্ট রাজধানীর এই নির্বাচনে BJP ৪৮ টি আসনে জয়ী হয়। তাদের ভোটের শতাংশ ছিল, ৪৭.১৫%, ২২টি আসন পাওয়া AAP তাদের ভোটের শতাংশ ছিল ৪৩.৫৭% এবং কোনো আসন না পাওয়া INC শতাংশ ছিল ৯.২১%। উল্লেখ্য যে রাজধানীর নির্বাচনে পরপর তিনটি নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে কোনো আসনে জয়লাভ করতে পারেননি।

বিজেপির ঐতিহাসিক জয়: মোদী-অমিত শাহের কৌশলের সাফল্য বিজেপির এই বিজয় রাজধানীর রাজনীতিতে এক নতুন মোড় এনে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই জয়কে "ঐতিহাসিক ও জনতার

রায়ের প্রতিফলন" বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, "দিল্লির উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জনগণের এই রায় আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল।"

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দিল্লির ভোটাররা এবার মোদী সরকারের কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোর প্রতি আস্থা রেখেছে। বিশেষ করে উন্নয়নমূলক কাজ, জাতীয় নিরাপত্তা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান বিজেপির পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

আপ-এর পতন: কেজরীবালের জন্য বড় ধাক্কা একসময় দিল্লির 'রাজনীতির খেলা' পুরোপুরি বদলে দেওয়া আপ এবার নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতেই হিমশিম খেয়েছে। দলের প্রধান দুই নেতা হেরে যাওয়ায় রাজনৈতিকভাবে এটি তাদের জন্য সবচেয়ে কঠিন সময়।

কেজরীবাল পরাজয় স্বীকার করে বিজেপিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "আমরা দিল্লির মানুষের রায়কে শ্রদ্ধা জানাই। আমরা গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করব এবং জনগণের স্বার্থে কাজ করব।"

AAP এর পতনের প্রধান কারণ সমহ: AAP এর পতনের প্রধান কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল ।

1 . দুর্নীতির অভিযোগ ও 'শীশ মহল' বিতর্ক: AAP নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাসভবনের সংস্কারে অতিরিক্ত খরচ ('শীশ মহল' বিতর্ক) এবং মদ নীতি কেলেঙ্কারিতে মণীষ সিসোদিয়ার জড়িত থাকার অভিযোগ, দলের স্বচ্ছ ভাবমূর্তিতে আঘাত হানে।

2 . নাগরিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থতা: দিল্লির বেহাল রাস্তা, অপরিচ্ছন্নতা, পানি ও নিকাশি সমস্যার মতো নাগরিক পরিষেবা নিয়ে অসন্তোষ ছিল, দিল্লির সাধারণ মানুষ যা AAP-এর বিরুদ্ধে ভোট গেছে।

3. মধ্যবিত্তের সমর্থন হারানো: দলের স্বচ্ছ ভাবমূর্তিতে আঘাত লাগার ফলে, পূর্বে সমর্থনকারী মধ্যবিত্ত ভোটাররা বিজেপির দিকে ঝুঁকেছেন। আপ কে সমার্থন করেন নি, ফলে আপ ক্ষমতা চ্যুত হয়েছে।

4. কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না হওয়া: কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না হওয়ায় বিরোধী ভোট বিভক্ত হয়েছে, যাতে করে বিজেপির ভোট বাক্স বেড়েছে ।

উল্লেখ্য যে গত লোকসভা নির্বাচন অর্থাৎ অস্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে AAP, INC সহ বিরোধী রাজনৈতিক দল গুলি যেভাবে একসাথে একজোটে লড়াই করেছিল অনুরূপ ভাবে যদি রাজধানীর নির্বাচনে লড়াই করতো তাহলে বলাবাহুল্য হয়তো AAP ক্ষমতা চ্যুত হত না। তবে রাজনৈতিক মহল মনে করছে, কেজরীবালের সরকারবিরোধী নীতি, আর্থিক কেলেঙ্কারি, এবং দলের অভ্যন্তরীণ বিভক্তিই এই পরাজয়ের মূল কারণ।

দিল্লির রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা: এই নির্বাচনের ফলে দিল্লির রাজনৈতিক চিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেছে। বিজেপির এই ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন দিল্লির শাসনব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। এখন প্রশ্ন একটাই– আপ কি আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে, তৎপর নাকি দিল্লিতে বিজেপির প্রভাব আরও দৃঢ় হবে? রাজনৈতিক মহল এবং জনগণের নজর এখন ভবিষ্যতের দিকে!

The Aparajita Women and child Bill_2024 (West Bengal Criminal Laws and Amendment)

বর্ষা খাতুন, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

"নারী কখনো পরাজিতা নন" –এই বার্তাই যেন প্রতিধ্বনিত করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ২০২৪ সলে একটি আইনি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন, যা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'অপরাজিতা মহিলা ও শিশু (পশ্চিমবঙ্গ ফৌজদারি আইন সংশোধনী) বিল, ২০২৪' পাস করে, যা নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি এবং দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে প্রণীত হবে। তবে এই বিলের মূল প্রেক্ষাপটে রয়েছে ভয়াবহ ও নৃশংসনীয় ঘটনা। যথা ২০২৪ সালের জুন মাসে কলকাতার আর. জি. কর হাসপাতালের এক চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যা পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে প্রবল ক্ষোভ আন্দলনের সৃষ্টি করে। সেই ঘটনার জেরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে হওয়া যৌন অপরাধের মোকাবিলায় একটি কঠোর আইন আনার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই বিলে ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন আরও কঠোর করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। নয়া বিলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বা ১৯৪ ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা বা BASS-এর যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন (POCSO)-কে সংশোধন করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনা নয়া বিলের নাম অপরাজিতা নারী ও শিশু (ওয়েস্ট বেঙ্গাল ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০২৪, যা আইনে পরিণত হলে সারা বাংলায় কার্যকর হার। এই সংশোধনীর মাধ্যমে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে যাবতীয় যৌন অপরাধকে জামিন অযোগ্য ধারায় অন্তর্গত করা হয়েছে। এই বিল আইনে পরিণত হলে পুলিশ কোনও ওয়ারেন্ট ছাড়াই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারবে সেক্ষেত্রে অভিযুক্তর জামিন মেলাও কঠিন হবে। শুধু তাই নয় এই বিলে সব যৌন অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। তবে ভারতীয় বিচারবিধিতে ধর্ষণ সংক্রান্ত সমস্ত অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান নেই।

বিলটির প্রস্তাব:-

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন বিলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৪৯৪ কয়েকটি ধারা সংশোধনের প্রস্তাব রায়ছে। এর মধ্যে ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৩১, ২৪ ধারাগুলোতে সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা বা BNSS-এর ৯৯৩ এবং ৩৪৬ ধারা সংশোধন করার প্রস্তাব রয়েছে। যেখানে POCSO আইনের ধারা ৪, ৬৮. ৯০ এবং ৩৫-এ সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১. সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান:

ধর্ষণের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা আমৃত্যু কারাদণ্ড। শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রেও কঠিনতম শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

২. দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া:

এই আইনে নির্ধারিত হয়েছে, FIR দায়েরের ২১ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে এবং বিচার শেষ করতে হবে ৩০ দিনের মধ্যে।

৩. অপরাজিতা টাস্ক ফোর্স: প্রত্যেক জেলায় তৈরি হবে বিশেষ তদন্তকারী টিম, যা কেবলমাত্র নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধ নিয়ে কাজ করবে। এই বাহিনীর নেতৃত্বে থাকবেন একজন ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট।

৪. গোপনীয়তা রক্ষা ও মিডিয়া বিধিনিষেধ:

মামলা বিচারাধীন অবস্থায় কোন তথ্য প্রকাশ করলে তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ৫ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

নতুন বিলটিতে কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:-

এই বিলটি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ এর ধারা ৬৪(১) সংশোধন করে যেখানে ধর্ষণের শাস্তির জন্য "দশ বছরের কম নয় এমন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড, কিন্তু যা ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনের বাকি সময় পর্যন্ত কারাদণ্ড প্রসারিত হতে পারে এবং জরিমানাও হতে পারে" শব্দগুলি "আজীবন কারাদণ্ড, যার অর্থ ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনের বাকি সময় সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা, অথবা মৃত্যুদণ্ড" শব্দগুলি দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।
এই আইনে BNS-এর ধারা 64 (2) সংশোধন করা হয়েছে যা একজন পুলিশ অফিসার বা সরকারি কর্মচারী, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য বা জেল বা রিমান্ড হোমের কর্মীদের উপর ধর্ষণের সাথে সম্পর্কিত। শাস্তি কটি "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" শব্দ দিয়ে সংশোধন করা হয়েছে, যার অর্থ হবে সেই ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনের বাকি সময় সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা বা মৃত্যুদণ্ড। BNS-এর ধারা 64 (2) "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" শব্দ দিয়ে সংশোধন করা হয়েছে, যার অর্থ হবে সেই ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনের বাকি সময় সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানাও হতে পারে"।
এই আইনটি মূল আইনের ৬৬ ধারা সংশোধন করে, "২০ বছরের কম নয় এমন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে, যার অর্থ হবে মৃত্যুর সাথে সাথে সেই ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনের বাকি সময় কারাদণ্ড," এই শব্দগুলির পরিবর্তে "মৃত্যু সহ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হবে। BNS ধারা ৬৬, একজন ভুক্তভোগীর মৃত্যু ঘটানোর বা তার ফলে স্থায়ী ভাবে উদ্ভূত অবস্থার সৃষ্টি করার শাস্তির বিষয়ে আলোচনা করে।

বাংলা আজ যা ভাবে:

'অপরাজিতা মহিলা ও শিশু (পশ্চিমবঙ্গ ফৌজদারি আইন সংশোধনী) বিল, ২০২৪' বিলটি নিছক একটি আইন প্রস্তাব নয়; এটি পশ্চিমবঙ্গের নারী ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ক রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিচ্ছবি। একদিকে সরকার যখন এই বিলকে নারীর সম্মান, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছে, অন্যদিকে বিরোধীরা একে ভোট-রাজনীতির অংশ বলে অভিযোগ করেছে। এদ্বন্দ্বে একটাই প্রশ্ন সামনে আসে–নারী কি বাস্তবেই নিরাপদ হচ্ছেন, নাকি তাঁকে কেবল একটি রাজনৈতিক প্রতীকে পরিণত করা হচ্ছে?
এই বিলের সফলতা নির্ভর করবে কেবল তার আইনগত ভাষা বা কঠোর শাস্তির প্রস্তাবে নয়, বরং এর বাস্তব প্রয়োগে, প্রশাসনিক নিষ্ঠা, বিচারিক আন্তরিকতা এবং সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণে। শুধু নতুন আইন করলেই হবে না–পুলিশ, আদালত, গণমাধ্যম, স্কুল-কলেজ, পরিবার–সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।
একটি সমাজ তখনই এগিয়ে যায়, যখন সে তার সবচেয়ে দুর্বল সদস্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। নারী ও শিশু সেই সমাজের সবচেয়ে বেশি বিপন্ন শ্রেণি। তাই অপরাজিতা বিল শুধু একটি দণ্ডবিধির সংশোধন নয়, এটি একটি বার্তা–"নারী আর ভয় পাবে না, নারী প্রতিরোধ করবে, নারী নেতৃত্ব দেবে।"
যদি সত্যিই এই আইন তার উদ্দেশ্যে সফল হয়, তবে তা হবে এক নতুন সামাজিক বিপ্লবের সূচনা। পশ্চিমবঙ্গ এই সূচনার পথিকৃত হতে পারে–এই আশাটুকুই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভারত মার্কিন সম্পর্ক: জোট নিরপেক্ষতা পেরিয়ে বাস্তববাদের প্রেক্ষিতে

তোতন হালদার, নেট উত্তীর্ণ, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

ভূমিকা:

স্বাধীন ভারতের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ঘটনা প্রবাহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিশ্ব রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তনের পালা শুরু হয়। যুদ্ধোওর পৃথিবীতে আমেরিকা তার বিপুল সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির বলে অতি বৃহৎ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ারও শক্তি বেড়েছিল ।আর এই বৃহৎ দুই শক্তিধর দেশ নিজেদের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে যায় ।ভারত কোন জোটে যোগদান না করে জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিল ।ভারত কোনো জোটে যোগদান না করে জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করল এবং উভয় জোটের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ বজায় রেখে ভারত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে নীতি গ্রহণ করেছিল ।

ভারত ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক মূলত চারটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যায় -

প্রথম পর্ব (1947 -1971) -

ভারত ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক শুরু হয় যখন 1947 সালে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরু আমেরিকা পরিদর্শন করেছিল । ১৯৪৯ সালে আমেরিকা NATO এবং ১৯৫৫ সালে SEATO নামে সামরিক জোট তৈরি করে। 1959 সালে Eisenhower ভারত পরিদর্শন করে এবং ভারতকে বলে NATO ও SEATO যোগ দিতে কিন্তু ভারত কোন পক্ষে যোগ না দিয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থান করেছিল।

১৯৬২ সালে ভারত চীন যুদ্ধ হয় এই সময় আমেরিকা ভারতের সমর্থন করে এবং অর্থনৈতিক সামরিক সাহায্য প্রদান করে ।আমেরিকা ভারতের দিপাক্ষিক সূত্র ধরে প্রচুর অর্থনৈতিক সাহায্য করেছিল। এরপর ১৯৬০ এর দশকের শেষে আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল, ভারতের জনগণ ভিয়েতনামের ওপর আমেরিকার আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে। এরপর ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হয় এই সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকলো কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে সাহায্য করেছিল।

১৯৭১ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হয় এই সময় ভারত আমেরিকা সাহায্য চেয়েছিল কিন্তু আমেরিকার প্রশাসন ভারতকে সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়ে দিয়ে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। ওই সময় সোভিয়েত রাশিয়া ভারতকে সাহায্য করেছিল। বাংলাদেশ যুদ্ধে ভারতের বিজয় ও বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার এক আঞ্চলিক শক্তি কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করতে থাকে।

দ্বিতীয় পর্ব (1971 -1991)-

1974 সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সময় ভারত পোখরানে পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণ করেছিল, ফলে আমেরিকা প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ওই সময় আমেরিকা ভারতকে আণবিক অস্ত্র

পোশাক নিরোধ চুক্তি (NFT) স্বাক্ষর করতে বলেছিল কিন্তু ভারত স্বাক্ষর করেনি কারণ এই চুক্তি বৈষম্য মূলক। এরপর থেকে ভারত ও আমেরিকার সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ততর হয়ে ওঠে।

পাকিস্তানকে নিয়ে ভারত মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিলতা বেড়েছে। আমেরিকা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শক্তি সাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ যুদ্ধের বড় আমেরিকা পাকিস্তানকে প্রচুর সামরিক অস্ত্র দিয়েছে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের পর (১৯৭৯) আমেরিকা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে জঙ্গি কার্যকলাপ চালানোর জন্য পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়েছে। ভারত তাতে দুশ্চিন্তায় পড়েছিল।

১৯৮২ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকাতে যান ভারতের উপর থেকে প্রতিবন্ধকতা তুলে নেওয়ার জন্য কিন্তু আমেরিকা কোনভাবেই ভারতের ওপর থেকে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা তুলে নিতে অস্বীকার করেন।

তৃতীয় পর্ব (1991- 2005)-

১৯৯০ দশকে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর ভারত আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল কিন্তু আমেরিকার ক্লিনটন প্রশাসন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও শক্তি সাম্য বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল। ক্লিনটন প্রশাসন ১৯৯৬ সালে CTBT চুক্তি প্রণয়ন করে ভারতের ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য চাপ দিতে থাকে, কিন্তু ভারতের ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে না কারণ ওই চুক্তি ছিল বৈষম্যমূলক ।

১৯৯৮ সালে ভারত পোখরানে পারমাণবিক শক্তির পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়। মার্কিন প্রশাসন ক্ষুব্ধ হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তবে ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধের সময় আমেরিকা পাকিস্তানকে সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ রেখা লঙ্ঘন না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল।

ক্লিনটন প্রশাসন ২০০০ সালে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ক্লিনটন ভারত সফরে আসে এবং ভারতের উপর থেকে প্রতিবন্ধকতা তুলে নেন। তিনি ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারের উদ্যোগ নেন ভারতের বিশাল বাজারে সুবিধা নিতে আমেরিকা আগ্রহ প্রকাশ করে ভারতের বাজারে আমেরিকা কোম্পানির জন্য উন্মুক্ত করার জন্য চাপ দিতে থাকে ।

২০০৩ সালে ইরাকের যুদ্ধ হয়। সেই সময় যুদ্ধবন্দী শিবিরের যুদ্ধ বন্দীদের ওপর মার্কিন কর্তৃপক্ষ যে অত্যাচার করেছে তার জন্য ভারতের জনগণ নিন্দা করেছে ভারতে মার্কিন প্রশাসনের সুনাম নষ্ট হয়েছে

প্যালেস্টাইন নিজের সংঘর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইজরাইল মুখে নীতির জন্য ভারতে অনেকে ক্ষুব্ধ। ২০০১ সাল থেকে ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক যোগাযোগ বেড়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা মূলক চুক্তি হয়েছে সামরিক ক্ষেত্রেও সহযোগিতা বেড়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের একাধিকত্ব বিস্তারের প্রচেষ্টা রোধ করার জন্য আমেরিকা ভারত ও জাপানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলেছে ।

চতুর্থ পর্ব (2005-বর্তমান সময়) -

২০০৫ সালে মনমোহন সিং এর আমলে ভারত ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। এবং দুই দেশের মধ্যে India - US Civil Nuclear Agreement স্বাক্ষর হয় 2008 সালে। এই সময় সামরিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্কঘনিষ্ঠ হয়। বারাক ওবামা প্রথম কোন আমেরিকা রাষ্ট্রপতি যিনি পরপর দুবার ভারত সফরে এসেছিলেন। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে যে সমস্ত Defence framework agreement হয় সেগুলি Lemoa 2016, Comcasa 2018, Beca 2020 আর এই চুক্তি গুলি দুই দেশের সামরিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

২০১৪ সাল থেকে দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতা আরো গভীর হয়েছে এবং ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, "প্রধান প্রতিরক্ষা অংশীদার" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র The Quad এবং I2U2 গ্রুপের মত বহু পাক্ষিক গোষ্ঠী গুলির মধ্য তাদের সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছে।

20th January 2017 ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং ভারতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। ২০২০ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত পরিদর্শনে আসেন এবং ভারতের সাথে বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক সামরিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এরপর Joe Biden ২০ জানুয়ারি ২০২১ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করে ।এবং ভারতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। ২৪ফেব্রুয়ারী ২০২২-এ, রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করেছিল। আর এই রাশিয়ায় ইউক্রেন যুদ্ধের সময় ভারত ও আমেরিকার বিদেশ নীতি ছিল ভিন্ন। এই সময় ভারত সম্পন্ন নিরপেক্ষ অবস্থান করল এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে সমর্থন করে।

পরবর্তী ২০২৩ সালে ইজরাইলে সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়। এই হামলায় বহু লোক প্রাণ হারান, এর তীব্র নিন্দা করে ভারত। কিন্তু অন্যদিকে আমেরিকা Joe Biden সরকার এই হামলায় নিরপেক্ষ অবস্থান করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের একটি দ্রুত ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার এবং ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি বাজার ২০২১ সালে রেকর্ড $157 বিলিয়নে পৌঁছেছে। ২০২৪ সালে ভারতের সাথে আমেরিকার মোট পণ্য বাণিজ্য ছিল আনুমানিক ১২৯.২ বিলিয়ন ডলার। ২০২৪ সালে ভারতে মার্কিন পণ্য রপ্তানি ছিল ৪১.৮ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৩ সালের তুলনায় ৩.৪ শতাংশ (১.৪ বিলিয়ন ডলার) বেশি। ২০২৪ সালে ভারত থেকে মার্কিন পণ্য আমদানি ছিল ৮৭.৪ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৩ সালের তুলনায় ৪.৫ শতাংশ (৩.৭ বিলিয়ন ডলার) বেশি।

২০ জানুয়ারি ২০২৫ ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার ৪৭তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে শুভেচ্ছা বার্তা দেন। এরপর ২০২৫ এ ১৩ ফেব্রুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চতুর্থ বিশ্ব নেতা হিসেবে হোয়াইট হাউসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে দেখা

করেন। সাক্ষাতের সময় মোদি MAGA আন্দোলনের প্রশংসা করেন। বৈঠ ২০২৫ কাশ্মীরে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়াতে আগ্রহী হয়েছে আমেরিকা। মসনদে বসার পর সব দেশের উপর পারস্পরিক শুল্ক বসানোর সিদ্ধান্ত নেয় ট্রাম্প।

বিভিন্ন দেশের ওপর যখন ট্রাম্প পারস্পরিক শুল্ক বসানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তখন আমেরিকা স্টেট ডিপার্টমেন্টর মুখ্যপাত্র মার্গারেট ম্যাটলিওড বলেছেন, ভারত ও আমেরিকা সম্পর্ক আরো দৃঢ় হচ্ছে। কিন্তু চীন ছাড়া সমস্ত দেশের উপরে পারস্পরিক শুল্ক নিয়ে সিদ্ধান্ত ৯০ দিনের জন্য স্থগিত রেখেছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই ৯০ দিনের মধ্যই আলোচনার মাধ্যমে এই নিয়ে একটা সুষ্ঠ সমাধান করার সুযোগ দুই দেশের কাছেই রয়েছে। তাহলে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হবে বলে মনে করেন। সন্ত্রাসবাদ দমনের ক্ষেত্রে ভারত ও আমেরিকা একসঙ্গে লড়ছে, তার বড় নিদর্শন 26/11 মুম্বাই হামলার অন্যতম অভিযুক্ত তাহাউর রানাকে ভারতে প্রত্যার্পন নিয়ে আমেরিকার সিদ্ধান্ত, আমেরিকা স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র জানিয়েছে যৌথ স্বার্থে প্রযুক্তি, বাণিজ্য ও নিরাপত্তায় দুই দেশই সহযোগিতার হাত আরো বাড়িয়েছে। জাতীয়স্বার্থে পরস্পরিক দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো দৃঢ় করতে পদক্ষেপ করছে।

দুই দেশের মধ্য দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ৫০০ ডলারের একটি বড় বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা রয়েছে, যার মাধ্যমে তাদের বাণিজ্য সম্পর্ক সম্প্রসারিত হবে এবং ভারতকে আমেরিকান ভোক্তা বাজারে আরও ভালো প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। ২০২৫ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত QUAD শীর্ষ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২২ এপ্রিল ২০২৫ ভারতে কাশ্মীরে পেহেলগাঁওতে ভয়াবহ জঙ্গি হামলা হয় পর্যটকদের ওপর এই হামলায় ২৬ জন মারা যান যা সারা বিশ্বের শোকের ছায়া নেমে আসে। এই হামলায় তীব্র নিন্দা জানাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইজরাইল, রাশিয়া সহ অন্যান্য রাষ্ট্র। এই হামলায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পাশে থেকে সমস্ত রকম সামরিক সাহায্যের আশ্বাস দেন সন্ত্রাসবাদ কঠোর ভাবে দমন করার জন্য।

*মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অতি শক্তিধর রাষ্ট্র সে তার global strategy অনুপাতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের গতি নির্ধারণ করে। ভারতকে ও আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক বিন্যাসের ক্ষেত্রে তার জাতীয় স্বার্থের প্রতি সজাগ ও বিচক্ষণ দৃষ্টি রাখতে হবে ।

ভারত ও চীন: অতি সাম্প্রতিক সম্পর্কের সমীকরণ

ফারহিন খাতুন, ষষ্ঠ সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

অতীত:

ভারত ও চীনের সম্পর্কের শিকড় অনেক পুরোনো। খ্রিস্টপূর্ব শতকে থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত এই দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একদিকে যেমন, বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে দুটি দেশের মাঝে সংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধি পায়, তেমনি মশলা, তুলো, সিল্ক রোডের মাধ্যমে এক বাণিজ্যিক পথ গড়ে ওঠে, যা দুটি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক আদান প্রদান বৃদ্ধি পায়। আধুনিক ইতিহাসে ভারত ও চীন সম্পর্ক সেটা ভারত এর ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা ও ১৯৪৯ সালের চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর নতুন রূপ নেয়। ১৯৫০ এর দশকে "হিন্দি চিনি ভাই ভাই" স্লোগানে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সমীকরণের ইস্যু:

কিন্তু সীমান্ত বিরোধ, বাণিজ্য সংক্রান্ত জটিলতা ও ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, কৌশল গত অবস্থানের কারণে ভারত ও চীন সম্পর্কে প্রায়শই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে থাকে। আবার, ১৯৬২ সালে অরুণাচল প্রদেশকে চীন "দক্ষিণ তিব্বত" বলে দাবি করে ও আকসাই চিন - অঞ্চলের মালিকানা নিয়ে বিরোধ করে ও ভারত - চিন এর মধ্য দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভঙ্গুরতা প্রকাশ পায়। তবে, ১৯৭৬ সালে ভারত ও চিন কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করে। ১৯৮৮ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীবগান্ধী চিন সফরের মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নতির সূচনা করেন। ১৯৯৩ ও ১৯৯৬ সালে দুটি দেশ সীমান্ত শান্তি বজায় রাখার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০০০ এর দশকে ভারত ও চীনের বাণিজ্যিক অংশীদার হয়ে ওঠে। তবে, এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক শক্তিশালী হলেও এটি ভারসাম্যপূর্ণ নয়। কারণ, চীন থেকে আমদানি ভারতের তুলনায় বেশি ফলে ভারত বাণিজ্যিক ঘাটতির মুখোমুখি হয়। ফলে ভারত চিনা পণ্যের উপর নির্ভরশীল কমানোর জন্য "আত্মনির্ভর ভারত" নীতির উপর জোর দিচ্ছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। নরেন্দ্র মোদী প্রথম দিকে চীনের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করতে শি-জিনপিং এর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন । মোদী আন্তর্জাতিক মঞ্চে চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করলেও ডোকলম সংকটের কারণে সম্পর্ক আবার খারাপ হয়ে যায়। ২০১৭ সালে ভারতীয় ও চিনা সেনারা ৭৩ দিন ধরে ডোকলাম এলাকায় পরস্পর মুখমুখী অবস্থানে ছিল, চীন যে ভূখণ্ড দখল করে রাস্তা তৈরি করতে চেয়েছিল, তা ছিল - ভারতের নিরাপত্তার জন্য এক হুমকির মতো। ফলে ভারতের সামরিক প্রস্তুতি বাড়ানো হয় ও আন্তর্জাতিক মিত্র সংযোগ মজবুত করা হয় ফলে চিন আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়। অবশেষে উভয় দেশ সেনা প্রত্যাহারে সহমত হয়, যা নরেন্দ্র মোদীর কৌশলগত সফলতা হিসেবে বিবেচিত হয়।

সীমান্ত, অরুণাচল ও করোনা কাল:

কিন্তু ২০২০ সালে জুন মাসে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চীনের সেনাদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ চলে, যেখানে ভারতীয় ২০ জন সেনা শহীদ হন। চীনও ক্ষয়ক্ষতির মুখমুখী হয়। এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কারণের প্রতিক্রিয়া রূপে নরেন্দ্র মোদী সীমান্ত সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি করেন ও প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করেন। প্রায় ২০০ টি বেশি চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করেন, 5জি নেটওয়ার্কে চীনের Huawei এর অংশগ্রহণ সীমিত করেছেন।

ভারত - যুক্তরাষ্ট্র - জাপান - অস্ট্রেলিয়ার সাথে 'কোয়াড ' জোটে যুক্ত, (QUAD) হয়, যা চীনের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। আবার, যেহেতু চিন - পাকিস্থানের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে ও চীন - পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর (CPEC) গড়ে তুলেছে। এছাড়াও চীন পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা প্রদান করে, যা ভারত ও চীন সম্পর্কের আরেকটি বড়ো সমস্যা।

সম্পর্ক উন্নতির প্রচেষ্টা:

তবে, একদিকে যেমন, একাধিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, তেমনি ভারত ও চীনের এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই দুটি দেশ। ভারত ও চীন BRICS, সংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO) ও G২০ এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থায় একসঙ্গে কাজ করছে। যদিও ভারত ও চীনের সম্পর্ক জটিল, যা বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন শক্তিশালী হলেও সামরিক, বাণিজ্যিক, সীমান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই সম্পর্কে বারবার চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে। তবে এই দুটি দেশ একাধিক চ্যালেঞ্জের পরেও যদি কূটনৈতিক সংলাপ, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও আঞ্চলিক স্থিতি রক্ষার মাধ্যমে দুটি দেশ পারস্পরিক সম্পর্কের শিকড়কে মজবুত করতে পারে। যা তাদের এশিয়ার দুই প্রধান শক্তি হিসাবে বিশ্ব রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহযোগিতা করবে, তবে এই প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার এই ভারসাম্য কিভাবে রক্ষা করবে তা সত্যিই এক দৃষ্টি আকর্ষনমূলক চ্যালেঞ্জ যা নির্ভর করবে এই দুটি দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও নীতির উপর।

টোকিও ও নয়াদিল্লি: দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত মৈত্রীর বিকাশ

শ্রী সুদাম দেবনাথ, বিশিষ্ট শিক্ষক।

ভারত ও জাপানের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের, যার মূল ভিত্তি ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সংযোগের ওপর স্থাপিত। বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পুনর্গঠন, এবং সাম্প্রতিক সময়ে কৌশলগত ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব– সবকিছুর মাধ্যমে এই দুই দেশ একে অপরের ঘনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত হয়েছে। ১৯৫২ সালে ভারত জাপানের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি দেয় প্রথম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম হিসেবে, যা উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা করে। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে ভারত-জাপান সম্পর্ক মূলত অর্থনৈতিক সহযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে ২০০০ সালের পর থেকে এই সম্পর্ক নতুন মাত্রা পেতে থাকে, বিশেষ করে ২০০৬ সালে 'স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড গ্লোবাল পার্টনারশিপ' এবং ২০১১ সালে 'কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (CEPA)' স্বাক্ষরের মাধ্যমে। ২০১৪ সালের পর ভারত-জাপান সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়েছে, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও নীতিগত সমন্বয়ের কারণে। ২০১৪ সালের পর থেকে এই সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারিত্বের দিক থেকে আরও গভীরতা লাভ করেছে। প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে উভয় দেশ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, ভারত-জাপান মৈত্রী এশিয়ার স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম স্তম্ভ হয়ে উঠছে।

১. কৌশলগত ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা :- ২০১৪ সালের পর ভারত-জাপান কৌশলগত ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উভয় দেশই ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একসঙ্গে কাজ করছে। বিশেষত চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক প্রভাবের প্রেক্ষাপটে ভারত ও জাপান তাদের প্রতিরক্ষা ও সামরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করেছে।

(ক) মালাবার মহড়া ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা :- মালাবার নৌ-মহড়া মূলত ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ১৯৯২ সালে শুরু হয়েছিল। ২০১৫ সালে জাপান স্থায়ী সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়, যা ভারত-জাপান প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। বর্তমানে এই মহড়ায় ভারত, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া অংশগ্রহণ করে।

মালাবার মহড়ার গুরুত্ব: চিনের নৌবাহিনীর ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের মোকাবিলা করার জন্য ভারত-জাপান প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদার হয়। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে মুক্ত ও উন্মুক্ত সমুদ্রপথ নিশ্চিত করার জন্য এই মহড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। ভারত ও জাপানের নৌবাহিনী এই মহড়ার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি, কৌশল ও যুদ্ধ দক্ষতা ভাগ করে নেয়।

২০২০ সালে 'Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA)' স্বাক্ষর: এই চুক্তির মাধ্যমে ভারত ও জাপান তাদের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও সামরিক সরবরাহ ভাগ করে নিতে পারে। ভারত ও জাপানের নৌবাহিনী একে অপরের সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করতে পারে।

২০২৩ সালে 'Veer Guardian 2023' মহড়া: ভারত ও জাপানের বিমান বাহিনীর মধ্যে প্রথমবারের মতো যৌথ এয়ার কমব্যাট মহড়া। এই মহড়ায় ভারতীয় Su-30MKI ও জাপানি F-15 যুদ্ধবিমান অংশগ্রহণ করে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের আকাশসীমা আধিপত্য রোধ করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(খ) প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ও অস্ত্র সহযোগিতা:- ২০১৪ সালের পর ভারত ও জাপান প্রতিরক্ষা শিল্পে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। ভারতীয় সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারত-জাপান প্রযুক্তিগত সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

২০২১ সালের প্রতিরক্ষা চুক্তি: ভারত-জাপান প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি বিনিময়ের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাপান ভারতকে সামরিক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি রপ্তানি করার অনুমোদন দেয়।

প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ও অস্ত্র উন্নয়ন: ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য উন্নত সাবমেরিন প্রযুক্তি নিয়ে ভারত ও জাপানের আলোচনা চলছে। ড্রোন প্রযুক্তি ও সাইবার সিকিউরিটি ক্ষেত্রে ভারত ও জাপান যৌথভাবে কাজ করছে। ভারতের Make in India উদ্যোগের আওতায় ভারত-জাপান যৌথ প্রতিরক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(গ) কোয়াড (QUAD) গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা :- কোয়াড (Quadrilateral Security Dialogue) হলো ভারত, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে গঠিত একটি কৌশলগত জোট। ২০১৭ সাল থেকে এই জোট চীনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক প্রতিরক্ষা কৌশল হিসেবে কার্যকরী হয়ে উঠেছে।

QUAD-এ ভারত-জাপানের ভূমিকা: ভারত ও জাপান ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা ও মুক্ত নৌপরিবহণ নিশ্চিত করতে কাজ করছে।

২০২১ সালের QUAD শীর্ষ সম্মেলনে ভারত ও জাপান যৌথভাবে বৈশ্বিক অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা কৌশল ও প্রযুক্তি বিনিময় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(ঘ) ভারত-জাপান মহাকাশ ও সাইবার নিরাপত্তা সহযোগিতা:- ভারতের ISRO ও জাপানের JAXA যৌথভাবে মহাকাশ গবেষণায় কাজ করছে। ২০২৪ সালে চাঁদ ও মঙ্গল অভিযানে ভারত ও জাপান একসঙ্গে কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সামরিক উপগ্রহ প্রযুক্তির উন্নয়নে ভারত ও জাপান একযোগে কাজ করছে।

২০২২ সালে ভারত ও জাপান Cyber Security Agreement স্বাক্ষর করে। উভয় দেশের মধ্যে ডিজিটাল যুদ্ধ (Cyber Warfare) রোধ করতে যৌথ গবেষণা ও উন্নয়ন চলছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তির উন্নয়নে জাপান সহযোগিতা দিচ্ছে।

২. পরিকাঠামো ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক:- ভারত-জাপান সম্পর্কের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামো সহযোগিতা। জাপান ভারতের অন্যতম বৃহত্তম বিনিয়োগকারী দেশ, বিশেষত পরিকাঠামো, প্রযুক্তি, ম্যানুফ্যাকচারিং, ও স্টার্টআপ ক্ষেত্রে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে জাপানের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। ২০১৪ সালের পর এই সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়েছে, যার ফলে ভারত-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

(ক) দিল্লি-মুম্বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর (DMIC):- দিল্লি-মুম্বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর (DMIC) ভারত ও জাপানের যৌথভাবে পরিচালিত একটি বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্প। এটি ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য ২০০৬ সালে পরিকল্পিত হয় এবং ২০১৪ সালের পর এর বাস্তবায়ন আরও গতি পায়।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য:

১৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ শিল্প করিডোর, যা দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রকে সংযুক্ত করবে।

উন্নত পরিকাঠামো ও স্মার্ট শিল্প নগরী গড়ে তোলা, যা ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিং ও রফতানি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জাপান এই প্রকল্পের মূল আর্থিক সহায়তাকারী এবং প্রযুক্তিগত পরামর্শদাতা, যা ভারতীয় শিল্পায়নের জন্য অত্যন্ত9 গুরুত্বপূর্ণ।

DMIC-এর মাধ্যমে ভারতের 9 Make in India উদ্যোগকে আরও ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

DMIC-এর প্রভাব: শিল্পোন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা। পরিবহন ও লজিস্টিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে পণ্য পরিবহণ আরও সহজ ও দ্রুত করা। ভারত-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব আরও গভীর করা।

(খ) বুলেট ট্রেন প্রকল্প (মুম্বাই-আহমেদাবাদ হাই-স্পিড রেল):- প্রকল্পের সূচনা ও গুরুত্ব

২০১৭ সালে ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়, যা মুম্বাই ও আহমেদাবাদকে সংযুক্ত করবে। এই প্রকল্পে জাপানের শিনকানসেন (Shinkansen) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, যা বিশ্বের অন্যতম উন্নত ও নিরাপদ হাই-স্পিড রেল ব্যবস্থা।

মূল বৈশিষ্ট্য

গতি: ৩২০ কিমি/ঘণ্টা পর্যন্ত গতিতে চলবে, যা ভারতীয় রেল ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে।

দূরত্ব: ৫০৮ কিমি পথ অতিক্রম করবে মাত্র ২ থেকে ৩ ঘণ্টায়, যেখানে বর্তমানে ট্রেনে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে।

তহবিল: জাপান ৮১% আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে স্বল্পসুদে ঋণের মাধ্যমে।

পরিবেশবান্ধব: উন্নত প্রযুক্তির কারণে কম কার্বন নিঃসরণ হবে, যা পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের উপকারিতা: ভারতের আধুনিক রেল অবকাঠামো বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে দ্রুত সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ব্যবসা ও পর্যটন বাড়বে। ভারতীয় রেল ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত উন্নয়নে জাপানের সহযোগিতা নিশ্চিত করবে।

(গ) ডিজিটাল ও প্রযুক্তি সহযোগিতা:- ভারত ও জাপান ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করছে। ২০১৪ সালের পর এই অংশীদারিত্ব আরও জোরদার হয়েছে, যার ফলে বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও স্টার্টআপ উন্নয়নের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

India-Japan Digital Partnership (IJDP): ২০২১ সালে India-Japan Digital Partnership চালু করা হয়, যার লক্ষ্য ডিজিটাল অর্থনীতি ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা। AI, IoT, ব্লকচেইন, ফিনটেক ও সাইবার সিকিউরিটি ক্ষেত্রে দুই দেশ একসঙ্গে গবেষণা ও উন্নয়ন করছে।

সেমিকন্ডাক্টর ও চিপ উৎপাদনে সহযোগিতা: ২০২২ সালে ভারত ও জাপান সেমিকন্ডাক্টর ও চিপ উৎপাদনে যৌথ গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। চিনের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সাপ্লাই চেইন শক্তিশালী করার জন্য এই অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ।

স্টার্টআপ ও ফিনটেক খাতে বিনিয়োগ: জাপান ভারতীয় স্টার্টআপ ও ফিনটেক সংস্থাগুলিতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করছে। Paytm-এর মতো ভারতীয় কোম্পানিতে জাপানের SoftBank এবং অন্যান্য সংস্থার বড় বিনিয়োগ রয়েছে।

৩. ভূ-রাজনৈতিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা:- ভারত ও জাপানের সম্পর্ক শতাব্দীপ্রাচীন, যার ভিত্তি মূলত সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক বিনিময়ের ওপর দাঁড়িয়ে। ২০১৪ সালের পর থেকে এই সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারিত্বের দিক থেকে আরও গভীরতা লাভ করেছে। প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে উভয় দেশ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, ভারত-জাপান মৈত্রী এশিয়ার স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম স্তম্ভ হয়ে উঠছে।

(ক) কোয়াড (QUAD) গোষ্ঠীর মাধ্যমে সহযোগিতা: QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) হলো ভারত, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার একটি কৌশলগত জোট, যা মূলত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মুক্ত নৌপরিবহন নিশ্চিত করতে গঠিত হয়েছে। ২০১৪ সালের পর থেকে ভারত ও জাপানের মধ্যে কৌশলগত বোঝাপড়া বাড়ার ফলে QUAD-এর কার্যক্রম আরও জোরদার হয়েছে। ২০১৭ সালে QUAD-এর পুনর্গঠন করা হয় এবং ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ভারত ও জাপান ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়।

২০২৩ সালে QUAD শীর্ষ সম্মেলন ও ভারত-জাপানের ভূমিকা: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা QUAD-এর মূল নীতিমালাকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। জাপান ঘোষণা করে যে তারা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে $৭৫ বিলিয়ন বিনিয়োগ করবে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য, যা ভারতসহ অন্যান্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য

প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা খাতে সহায়তার অঙ্গীকার করা হয়। QUAD-এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ভারত-জাপান অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে, নৌবাহিনী ও প্রতিরক্ষা মহড়া আরও বিস্তৃত হবে। চিনের সামরিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে যৌথ কৌশল প্রণয়ন হবে।

(খ) জি-২০ (G20) এবং ভারত-জাপান সহযোগিতা: জি-২০ বিশ্বের প্রধান ২০টি অর্থনীতির একটি আন্তর্জাতিক ফোরাম, যেখানে বৈশ্বিক অর্থনীতি, বাণিজ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়। ভারত ও জাপান জি-২০-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে একসঙ্গে কাজ করে।

২০২৩ সালে ভারত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা এই সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণসংকট সমাধান, ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসার এবং ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্য নীতির প্রসারে ভারত ও জাপান একসঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। জাপান ভারতের G20 সভাপতিত্বকে সমর্থন করে এবং প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেয়।

(গ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ (UNSC) সংস্কার ও ভারত-জাপান সহযোগিতা: জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ (UNSC) সংস্কারের পক্ষে ভারত ও জাপান দীর্ঘদিন ধরে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। উভয় দেশই স্থায়ী সদস্যপদের জন্য আবেদন করছে। জাপান ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে। ভারত-জাপান জাতিসংঘে যৌথভাবে শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক নীতি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে ভারত ও জাপান একে অপরকে সমর্থন করছে।

৪. ভারত-জাপান শিক্ষাগত সম্পর্ক:- ২০১৪ সালের পর জাপানে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য স্কলারশিপ ও গবেষণা অনুদান বাড়ানো হয়েছে। জাপান-ভারত যৌথ গবেষণা প্রকল্প চালু হয়েছে, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যৌথ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

'Japan-India Institute for Manufacturing (JIM)' প্রকল্প: ২০১৭ সালে চালু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতীয় যুবকদের জাপানি প্রযুক্তিগত দক্ষতা শেখানো হয়। প্রকল্পটি মূলত ভারতের মেক ইন ইন্ডিয়া (Make in India) উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত, যা দক্ষ কর্মী তৈরি করতে সহায়তা করে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে JIM-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে, যা ভারতীয় প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে আরও উন্নত করছে।

৫. ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক সম্পর্ক:- ভারত ও জাপানের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বহু শতাব্দী পুরনো। বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারই মূলত এই দুই দেশের মধ্যে প্রথম সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করেছিল। বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভারত ও জাপান একসঙ্গে কাজ করছে। অযোধ্যার রাম মন্দির নির্মাণের জন্য জাপানি শিল্পীরা মূর্তি ও স্থাপত্য সহায়তা দিচ্ছে। টোকিও ও দিল্লিতে 'ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়, যা দুই দেশের জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ বাড়ায়। জাপানে ভারতীয় খাবারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং ভারতেও জাপানি সংস্কৃতি, যেমন এনিমে, মাঙ্গা ও মার্শাল আর্ট জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

(ক) ভারত-জাপান ফিল্ম ও মিডিয়া সহযোগিতা: জাপানি চলচ্চিত্র ও এনিমে ভারতের যুবসমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।ভারতীয় সিনেমা ও টিভি সিরিজ জাপানে প্রদর্শিত হচ্ছে, যা সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি করছে।

৬. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা: ভারত-জাপান কৌশলগত মৈত্রী :- ভারত-জাপান সম্পর্ক ক্রমশ গভীর হচ্ছে এবং প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, সবুজ শক্তি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক সুযোগ তৈরি হয়েছে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের স্থিতিশীলতা রক্ষায় এই সম্পর্ক কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

১. প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ সহযোগিতা: উন্নত ড্রোন, সাইবার নিরাপত্তা ও AI-চালিত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে যৌথ গবেষণা। ISRO-JAXA সহযোগিতায় চাঁদ ও মঙ্গল অভিযান, উন্নত ন্যাভিগেশন ও সামরিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র গঠন।

২. সবুজ শক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা: নবায়নযোগ্য জ্বালানি: হাইড্রোজেন ও সৌরশক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। 2030 সালের মধ্যে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও স্মার্ট শহর নির্মাণ।

৩. বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি: AI, IoT, 5G ও অটোমোবাইল খাতে জাপানি বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজন। এছাড়া CEPA চুক্তির সম্প্রসারণ ও উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি।

৪. কৌশলগত গুরুত্ব: QUAD ও প্রতিরক্ষা চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধি।

৫. অর্থনৈতিক প্রসার: পরিকাঠামো ও প্রযুক্তি খাতে জাপানি বিনিয়োগ ভারতের শিল্পায়নে সহায়ক।

৬. ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ: চিনের আধিপত্য মোকাবিলায় ভারত-জাপান অংশীদারিত্ব আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

মূল্যায়ন: ভারত-জাপান সম্পর্ক ২০১৪ সালের পর থেকে কৌশলগত, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক আরও জোরদার হবে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারত-জাপান জোট একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, সবুজ শক্তি, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগের ফলে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও মজবুত হবে।

তথ্যসূত্র :

১) Basrur, R. & Kutty, S. N. India-Japan Relations in Emerging Asia.

২) Saran, S. Connecting Nations: India and Japan Partnership in the 21st Century.

৩) India-Japan Relations." Ministry of External Affairs, India, 15 Dec. 2023, https://www.mea.gov.in

৪) Singh, A. (2023) International Relations, McGraw Hill,

৫) Japan-India Relations (Basic Data), November 12, 2024 https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/data.html

৬) https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Japan__Bilateral_Brief_MEA_Website_Oct_2023.pdf

৭) https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/index.html

বিভাগের অন্দরমহল

দ্বিদিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র : ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের ৮ এবং ৯ তারিখ আমাদের বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত হয়ে গেল দিল্লির আই সি এস এস আর কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহযোগিতায় দুদিনের আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র। বিষয় ছিল 'গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তরাষ্ট্র: ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের প্রেক্ষিতে'। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল এর পাশাপাশি ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকাবৃন্দ এই আলোচনা চক্রে যোগদান করেছিলেন। শ্রীলংকা থেকে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা পবিত্র জয়বর্ধনে, নেপাল থেকে উপস্থিত ছিলেন শ্রী চিরঞ্জীবী ভান্ডারী, এছাড়াও নির্বাচন বিষয়ে ভারতবর্ষের অত্যন্ত পরিচিত প্রতিষ্ঠানের কর্ণাধার শ্রী সঞ্জয় কুমার মহাশয়, দিল্লির জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সুচরিতা সেনগুপ্ত, বাংলাদেশ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যাপিকা শামসুর নাহের

খানম, তারানা বেগম এবং ইখতিয়ার উদ্দিন ভূঁইয়া মহাশয়। এর পাশাপাশি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ প্রতীপ চট্টোপাধ্যায়, আসানসোল কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড: দেবাশীষ নন্দী, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়ন্ত কুমার শর্মা, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানীয় অধ্যাপক সুজয় ঘোষ মহাশয় এবং অন্যান্য কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকারাও এই আলোচনা চক্রের যোগদান করে এর শোভা বর্ধন করেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন কলেজ পরিচালন সমিতির মাননীয়া সভাপতি শ্রীমতি মহুয়া মৈত্রা।

আলোচনা চক্রের সংক্ষিপ্তসার নিয়ে একটি পুস্তক প্রকাশ করা হয় আই এস বি এন সংযুক্ত প্রথম দিন। গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করে উপস্থিত বক্তারা। শিক্ষার্থীরাও তাতে অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিনেও আলোচনা আকর্ষণীয় করে তোলেন গোলসী মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক অভিষেক কর্মকার, ডঃ সুজয় ঘোষ এবং ডক্টর জয়ন্ত কুমার শর্মা মহাশয়। ঐদিন দ্বিপ্রাহরিক অধিবেশনে অনলাইনে বাংলাদেশ থেকে ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন সম্মানীয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ। বিভাগের জন্য এই আলোচনা চক্র এক আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছিল। অন্যান্য কলেজ থেকে আগত অতিথিবৃন্দের সমাগমে এই আলোচনা চক্র হয়ে উঠেছিল অনবদ্য এবং তার প্রভাব কলেজের একাডেমিক বিষয়ে চিরকালীন হয়ে থাকবে।

1st semester Major Final University Result_2024

SL	College ID	Name	Univ. Roll	Marks
1	23160004	ANAWESHA DAS	18412	FS
2	23160005	ANKITA GHOSH	18422	7.15
3	23160006	ANNASHA BISWAS	18433	7.9
4	23160007	ARPITA JOARDER	18454	6.4
5	23160008	ARPITA KARMAKAR	18455	6.3
6	23160009	ARPITA MONDAL	18456	AB
7	23160011	AYESHA SIDDIKA	18478	FS
8	23160012	BABINAJ KHATUN	18479	FS
9	23160013	BAISHAKHI SHIL	18486	6.5
10	23160014	BARNITA MONDAL	18493	AB
11	23160016	BHABANI HALDER	18507	8.1
12	23160018	DIYA SAHA	18577	FS
13	23160019	IBNE JUBIA KHATUN	18618	8.05
14	23160020	JALEMA KHATUN	18628	AB
15	23160231	JESMINA AKTAR BANU	18636	AB
16	23160022	JINIA KHATUN	18645	FS
17	23160023	JUI SAHA	18650	7.95
18	23160024	KHADEJA KHATUN	18670	FS
19	23160025	KOHINUR KHATUN	18683	AB
20	23160026	LIZA AKTAR BANU	18701	FS
21	23160027	LOPA SARKAR	18702	FS
22	23160029	MANASHI PAL	18735	FS
23	23160030	MANDIRA ADHIKARY	18740	FS
24	23160234	MANOWARA KHATUN	18749	FS
25	23160031	MARIYAM KHATUN	18750	Fs
26	23160035	MOHONA KHATUN	18783	FS
27	23160038	NABIYA KHATUN	18832	FS
28	23160039	NAJMUNNAHAR KHATUN	18840	FS
29	23160041	NEHA MANDAL	18859	6.5
30	23160042	NILIMA KHATUN	18865	FS
31	23160044	PALLABI MONDAL	18882	6.6
32	23160045	PAMI MANDAL	18890	7.8
33	23160046	PAMPI GHOSH	18892	FS
34	23160047	PINKI DAS	18912	FS

35	23160048	PIYALI BISWAS	18923	7.85
36	23160051	PURNIMA MONDAL	19007	FS
37	23160053	RACHHIYA KHATUN	19010	FS
38	23160237	REJUANA KHATUN	19034	FS
39	23160057	RIYA PRAMANIK	19104	FS
40	23160058	ROJINA KHANAM	19108	FS
41	23160059	RUBINA KHATUN	19116	7.55
42	23160062	SABANA YASMIN	19142	FS
43	23160063	SABINA YASMIN	19145	6.05
44	23160238	SAHIDA KHATUN	19165	FS
45	23160069	SANIA AKHTAR	19211	FS
46	23160241	SHILPI DUTTA	19267	FS
47	23160071	SHILPI HALDAR	19268	FS
48	23160075	SONALI MONDAL	19324	AB
49	23160076	SONALI SARKAR	19325	7.45
50	23160077	SUMAIYA SULTANA	19372	FS
51	23160078	SUMANA GHOSH	19376	6.75
52	23160080	SUPARNA GHOSH	19399	FS
53	23160081	SURABHI KHATUN	19408	AB
54	23160082	SUSMITA KARMAKAR	19417	AB
55	23160083	TAJKURA KHATUN	19427	FS
56	23160084	TAMANNA KHATUN	19428	AB
57	23160085	TANIA BISWAS	19429	7.45
58	23160086	TANISHA ROSE	19436	FS
59	23160087	TINA KHATUN KHAN	19458	6.85
60	23160088	TUHINA KHATUN	19489	6.05
61	23160090	ABDUL KADER JILANI	19505	AB
62	23160091	ABDUL MOMIN MONDAL	19509	AB
63	23160244	ABDUR RIPAN MONDAL	19511	AB
64	23160092	AKASH HALDER	19534	6.15
65	23160094	ALAMIN BISWAS	19563	8.05
66	23160095	AMENULLA SHAIKH	19566	8.1
67	23160098	ANKIT PRAMANIK	19594	7.15
68	23160099	ANKON PRAMANIK	19595	6.3
69	23160100	ARGHYA DAS	19605	AB
70	23160104	ASHIP SHAIKH	19642	6.65

71	23160245	ASIF SK	19647	AB
72	23160246	ATANU MANDAL	19656	FS
73	23160105	ATANU SARKAR	19657	7.4
74	23160106	ATTAB HOSSAIN	19660	FS
75	23160107	AYAN BISWAS	19665	Fs
76	23160108	AYAN DAS	19666	FS
77	23160109	AYAN SARKAR	19675	FS
78	23160110	AYAN SARKAR	19676	FS
79	23160113	BIBRATA HALDAR	19695	FS
80	23160114	BIJOY DAS	19698	FS
81	23160115	BIJOY PRAMANIK	19701	FS
82	23160116	BIKRAM MONDAL	19718	FS
83	23160118	BISWARUP PRAMANIK	19746	7.25
84	23160119	BUBAI PRAMANIK	19760	6.5
85	23160247	CHHALEMAN SHAIKH	19767	AB
86	23160122	DEBRAJ DEY	19783	FS
87	23160123	DEEP CHAND SAHA	19785	7.15
88	23160125	DIPANKAR BISWAS	19804	FS
89	23160126	EBNE JAID BISWAS	19809	6.35
90	23160127	EKBAL HOSSAIN MONDAL	19810	FS
91	23160128	FARHAN BISWAS	19820	FS
92	23160131	FERDUS BISWAS	19825	6.3
93	23160132	GOPAL SAHA	19831	6.95
94	23160133	HASANUJJAMAN BISWAS	19843	FS
95	23160134	HRIK MANDAL	19848	FS
96	23160136	IMAM MANDAL	19856	FS
97	23160137	IMAM SHAH	19857	FS
98	23160138	JAHED MONDAL	19868	FS
99	23160139	JAHEDUL MONDAL	19869	6.2
100	23160140	JAYANTA SHIL	19878	FS
101	23160141	JIT MAITRA	19887	FS
102	23160248	JULFIKKAR MONDAL	19903	FS
103	23160249	KAJAL DAS	19905	FS
104	23160142	KIRAN HOSSAIN SHAIKH	19914	FS
105	23160145	MAHARGHYA CHAKRABORT	19928	FS
106	23160147	MANIRUL MANDAL	19946	FS

107	23160148	MASBUR HASAN RAJA	19954	FS
108	23160151	MD JAFAR IMAM SHAIKH	19964	FS
109	23160152	MD ZAHID HOSSAIN	19968	FS
110	23160153	MEHEBUB SK	19974	AB
111	23160155	MIJANUR HOSSAIN SARDAR	19982	FS
112	23160158	MILAN SHAIKH	19987	FS
113	23160160	MOMINUL HASAN MONDAL	20004	FS
114	23160162	MRINMOY MANDAL	20014	FS
115	23160163	MUKESH SEKH	20017	AB
116	23160165	NAIEM BISWAS	20035	FS
117	23160167	NAYIM SHAIKH	20043	FS
118	23160168	NILAY MANDAL	20048	FS
119	23160169	NIMAI CHAND PAL	20051	FS
120	23160170	NURSALIM SK	20056	6.45
121	23160171	PIJUSH KR MONDAL	20077	7.65
122	23160173	RAHIDUL MANDAL	20136	AB
123	23160174	RAHUL KHAN	20141	6.15
124	23160252	RAHUL MANDAL	20142	AB
125	23160175	RAIHAN MANDAL	20149	6.3
126	23160176	RAJ KARIKAR	20154	6.55
127	23160177	RAJ MONDAL	20156	6.45
128	23160179	RAKIBUL ISLAM BULBUL	20206	FS
129	23160180	RAMIJ RAJA KHAN	20209	FS
130	23160182	RANI SEIKH	20230	FS
131	23160183	RANIT BISWAS	20232	FS
132	23160185	RIAZ KHAN	20247	FS
133	23160187	RIK MALAKAR	20257	FS
134	23160190	RIPON MONDAL	20268	FS
135	23160192	ROBIUL ISLAM MONDAL	20274	FS
136	23160255	ROCKY GHOSH	20275	FS
137	23160193	ROKIBUL BISWAS	20287	FS
138	23160195	RUBEL MOLLA	20297	FS
139	23160198	SABBIR KHAN	20310	FS
140	23160199	SABIDUL SHAIKH	20311	FS
141	23160202	SAGAR SARKAR	20334	FS
142	23160204	SAHIN KHAN	20357	FS

143	23160205	SAION REJA KHAN	20371	6.25
144	23160206	SAKIB KHAN	20380	FS
145	23160257	SAMIN SHAH	20400	FS
146	23160209	SAYAN KARMAKAR	20446	FS
147	23160213	SOJIBUR RAHAMAN	20492	FS
148	23160214	SRIJAN MALAKAR	20529	6.45
149	23160216	SUDIP MANDAL	20551	FS
150	23160217	SUDIP SAHA	20554	FS
151	23160218	SUJIT GHOSH	20570	FS
152	23160220	SULTAN MANDAL	20581	FS
153	23160221	SUNAM MANDAL	20602	FS
154	23160222	SUPRIO CHAKRABORTY	20604	FS
155	23160223	SUROJ MONDAL	20613	FS
156	23160224	SUROJ SHIKH	20614	FS
157	23160225	SUROJIT MANDAL	20615	6.05
158	23160226	SWARAJ KHAN	20625	FS
159	23160227	TAJIBUL MANDAL	20632	FS
160	23160228	TANMAY KARMAKAR	20635	FS

4th Semester Result 2024 (Political Science)

(2022-2023 Batch)

Ragistration no. -	Name	SGPA	Remarks
016580 of 2022-2023	FARHIN KHATUN	8.77	QUALIFIED
016590 of 2022-2023	TAMANNA YASMIN	7.23	QUALIFIED
016609 of 2022-2023	SULTAN SARDAR	7.15	QUALIFIED
016578 of 2022-2023	ADITI PAL	7.08	QUALIFIED
075986 of 2022-2023	DISHA BISWAS	6.62	QUALIFIED
016607 of 2022-2023	SK EMAMUL ALI	6.46	QUALIFIED
016586 of 2022-2023	SANCHITA PAL	6.31	QUALIFIED
016581 of 2022-2023	HASINA KHATUN	6.23	QUALIFIED
016595 of 2022-2023	GOLAM KIBRIA SARDAR	6.23	QUALIFIED
075992 of 2022-2023	SUNANDA SAHA	5.85	QUALIFIED
016592 of 2022-2023	TANUSHREE PAL	5.77	QUALIFIED
016593 of 2022-2023	AKBAR MIA	SUPPLEMENTARY	PLSHSE-2
016599 of 2022-2023	MD KAWSAR MONDAL	SUPPLEMENTARY	PLSHCC-10
016601 of 2022-2023	PRITAM MONDAL	SUPPLEMENTARY	PLSHCC-10
016603 of 2022-2023	RIPAN MONDAL	SUPPLEMENTARY	PLSHCC-9,10
016598 of 2022-2023	MANAB BISWAS	SUPPLEMENTARY	PLSHCC-9, PLSHSE-2
016611 of 2022-2023	TANMOY KR SHARMA	SUPPLEMENTARY	PLSHCC-8,9
016608 of 2022-2023	SUKANTA PRAMANIK	SUPPLEMENTARY	PLSHCC-8,9
016602 of 2022-2023	RAHUL MONDAL	SUPPLEMENTARY	PLSHCC-8,9,10
016582 of 2022-2023	ISHA CHOWDHURY	SUPPLEMENTARY	PLSHCC-8,10, GEOHGE-2

6th Semester Result in Political Science (2024)				
Sl:-	Reg. No:-	Name	SGPA	Result
1	021759	JAHERA KHATUN	7.25	QUALIFIED
2	021768	RUBINA KHATUN	7.25	QUALIFIED
3	021770	SAMIYA KHATUN	6.25	QUALIFIED
4	021780	ANUPAM SAHA	6.50	QUALIFIED
5	021783	BISHNU SARKAR	6.00	QUALIFIED
6	021792	SAID ANUWAR SHAH	7.00	QUALIFIED
7	021760	LABANI SARKAR	5.50	QUALIFIED
8	021771	SHAHANAJ PARVIN	6.00	QUALIFIED
9	021789	NILAY SARKAR	6.00	QUALIFIED
10	021767	RIYANKA MONDAL	FS	PLSHDS-3
11	021757	DARSANA MONDAL	6.00	QUALIFIED
12	021796	SUJOY MONDAL	6.25	QUALIFIED
13	021763	PRITHA BISWAS	FS	PLSHDS-3
14	021765	RIMI BISWAS	6.00	QUALIFIED
15	021782	BARKAT ALI SHAIKH	FS	PLSHDS-3
16	021784	KAMRUJJAMAN BISWAS	FS	PLSHCC-13,14,PLSHDS-3,4
17	021786	MD BIN SAYED	FS	PLSHDS-3
18	021791	SAHEL SHAH	7.25	QUALIFIED
19		PREYASHI BHATTACHARYYA	FS	SUPPLEMENTARY

বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সাফল্য

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
National Testing Agency
Excellence in Assessment

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

First Floor, NSIC-MDBP Building, Okhla Industrial Estate, New Delhi, 110020 (India)

UGC-NATIONAL ELIGIBILITY TEST JUNE 2024

Certificate of Eligibility for Assistant Professor and Admission to Ph.D.

(I) E-CERTIFICATE NO. : 24J/04/030294
(II) ROLL NO. : 4613006241
(III) NTA REFERENCE. NO. : 240510586129
(IV) NAME : TOTAN HALDAR
(V) FATHER'S NAME : ANANDA HALDAR
(VI) MOTHER'S NAME : RITA HALDAR
(VII) SUBJECT NAME & CODE : POLITICAL SCIENCE (002)
(VIII) QUALIFIED FOR: - ELIGIBILITY FOR ASSISTANT PROFESSOR AND ADMISSION TO PH.D.
(IX) DATE OF DECLARATION OF THE RESULT: - 17.10.2024
(X) DATE OF ISSUE OF THIS CERTIFICATE: 26.12.2024
(XI) VALIDITY OF THIS CERTIFICATE : -
(I) FOR ELIGIBILITY FOR ASSISTANT PROFESSOR : FOREVER
(II) FOR ADMISSION TO PH.D. : ONE YEAR FROM THE DATE OF DECLARATION OF RESULT
(XII) APPLIED ON THE BASIS OF: - MASTER'S DEGREE (COMPLETED)

IMPORTANT INSTRUCTIONS:

A. Candidates who are pursuing their Master's degree or equivalent course or candidates who have appeared for their qualifying Master's degree (final year) examination and whose result is still awaited or candidates whose qualifying examinations have been delayed shall be considered eligible for the Assistant Professor only after they have completed their Master's degree or equivalent examination **within two years** from the date of declaration of NET result, failing, which they shall be treated as disqualified.
B. The date of eligibility for Assistant Professor is the date of declaration of UGC-NET result, i.e.. **17-10-2024**, or the date of completion of Master's degree or equivalent examination with required percentage of marks within two years from the date of declaration of UGC-NET result, i.e. by **16-10-2026**.
C. For admission to Ph. D, the marks obtained in the NET will have 70% weightage and 30% weightage will be based on the performance in the interview/viva voce conducted by the University/HEI concerned. The Ph.D. admission will be based on the combined merit of NET marks and the marks obtained in the interview/viva voce.
D. The eligibility of the candidate is to be ensured by the institution. The category in which the candidate had appeared has been mentioned in the Score Card.
E. This certificate is only valid with the Score Card of June 2024 UGC-NET which has been uploaded on the website of the NTA, i.e., http://ugcnet.nta.ac.in.
F. This is an electronic certificate only and its authenticity can also be verified by scanning the QR Code

With best wishes,

(Rajesh Kumar, IRS)
Director (Exams), NTA

Note: NTA has issued this certificate on the basis of information provided by the candidate in his/her online application form. The concerned authority should verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for admission/ appointment, as the NTA will not be liable for any false information provided by the candidate. The NTA is only responsible for the result which can be verified from the repository available in the website of NTA (http://ugcnet.nta.ac.in). The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions as laid down in the Information Bulletin of UGC-NET.

F38C0CB1CCC7A60D815F73AA91FD6A7D

Certificate No. : WBCSC253224

THE WEST BENGAL COLLEGE SERVICE COMMISSION

STATE ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR

(Accredited by the UNIVERSITY GRANTS COMMISSION, New Delhi)

(Valid in the State of West Bengal only)

SET Ref. No. WBSET/25-3224 *Roll No.* 24053389

Certified that TOTAN HALDAR

Son/Daughter of RITA HALDAR *(Mother)*

and ANANDA HALDAR *(Father)*

has qualified the West Bengal SET for eligibility for Assistant Professor held on 17.12.2023 in the Subject POLITICAL SCIENCE

The date of eligibility for Assistant Professor is the date of declaration of 25th SET result, i.e., 29.02.2024 or the date of completion of Master's degree/equivalent examination with required percentage of marks within two years from the date of declaration of 25th SET result, i.e., by 29.02.2026, whichever is later.

The authenticity of the certificate should be verified from WBCSC by the Institution/Appointing authority. This certificate can also be verified by scanning QR Code printed on the certificate.

Validity of this certificate is forever.

Dipak Kumar Kar

Dr. Dipak Kumar Kar
MEMBER SECRETARY
WEST BENGAL SET AGENCY (WBCSC)

Deb Narayan Bandyopadhyay

Professor (Dr.) Deb Narayan Bandyopadhyay
CHAIRMAN
WEST BENGAL SET AGENCY (WBCSC)

Date of Issue : 22.03.2024

Note : The West Bengal College Service Commission has issued the certificate on the basis of information provided by the candidate in his/her Application Form. The appointing authority should verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for appointment, as the WBCSC is not responsible for the same. The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions for SET as laid down in the notification for WBSET.

Certificate No. : WBCSC1375/26/SET

THE WEST BENGAL COLLEGE SERVICE COMMISSION

STATE ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR

(As per the Guidlines of the UNIVERSITY GRANTS COMMISSION, New Delhi)

(Valid in the State of West Bengal only)

Ref. No. WBSET/26-1375 *Roll No.* 25035097

Certified that DEBASISH DAS

Son/Daughter of USHA DAS *(Mother)*

and GOUR DAS *(Father)*

has qualified the West Bengal SET for eligibility for Assistant Professor held on 15.12.2024

in the Subject POLITICAL SCIENCE

As per the information provided by the candidate, he/she had Completed his/ her Master's degree or equivalent examination at the time of applying for SET.

The date of eligibility for Assistant Professor is the date of declaration of SET result, i.e., 07.02.2025 or the date of completion of Master's degree/equivalent examination with required percentage of marks within two years from the date of declaration of SET result, i.e., by 06.02.2027, whichever is later.

The authenticity of the certificate should be verified from The West Bengal College Service Commission (WBCSC) by the employer. This certificate can also be verified by scanning QR Code printed on the certificate.

Validity of this certificate is forever.

Dipak Kumar Kar

Dr. Dipak Kumar Kar
MEMBER SECRETARY
WEST BENGAL SET (WBCSC)

Deb Narayan Bandyopadhyay

Professor (Dr.) Deb Narayan Bandyopadhyay
CHAIRMAN
WEST BENGAL SET (WBCSC)

Date of Issue : 28.02.2025

Note : The West Bengal College Service Commission has issued the certificate on the basis of information provided by the candidate in his/her Application Form. The appointing authority should verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for appointment, as the WBCSC is not responsible for the same. The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions for SET as laid down in the notification for WBSET.

Certificate No. : WBCSC20230242

THE WEST BENGAL COLLEGE SERVICE COMMISSION

STATE ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR
(Accredited by the UNIVERSITY GRANTS COMMISSION, New Delhi)
(Valid in the State of West Bengal only)

SET Ref. No. WBSET/24-0242 *Roll No.* 13017085

Certified that RAJESH ROY

Son/Daughter of SHANTANA ROY *(Mother)*

and BHUPEN ROY *(Father)*

has qualified the West Bengal SET for eligibility for Assistant Professor held on 08.01.2023 in the Subject POLITICAL SCIENCE

The date of eligibility for Assistant Professor is the date of declaration of 24th SET result, i.e., 27.02.2023 or the date of completion of Master's degree/equivalent examination with requirea percentage of marks within two years from the date of declaration of 24th SET result, i.e., by 27.02.2025, whichever is later.

The authenticity of the certificate should be verified from WBCSC by the Institution/Appointing authority. This certificate can also be verified by scanning QR Code printed on the certificate.

Validity of this certificate is forever.

Dipak Kumar Kar

Dr. Dipak Kumar Kar
MEMBER SECRETARY
WEST BENGAL SET AGENCY (WBCSC)

Soma Bandyopadhyay

Professor (Dr.) Soma Bandyopadhyay
CHAIRMAN
WEST BENGAL SET AGENCY (WBCSC)

Date of Issue : 31.03.2023

Note : The West Bengal College Service Commission has issued the certificate on the basis of information provided by the candidate in his/her Application Form. The appointing authority should verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for appointment, as the WBCSC is not responsible for the same. The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions for SET as laid down in the notification for WBSET.

নিয়মিত বিভাগ

প্রাক্তনীর কলমে

আমার দেখা আমার বিভাগ

রুবিনা খাতুন, ষষ্ঠ সেমিস্টার উত্তীর্ণ,প্রাক্তন ছাত্রী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সাম্মানিক করিমপুর পান্না দেবী কলেজ।

আমি 2021-2022 একাডেমিক সেশনের ছাত্রী। 2024 -এ জুলাই মাসে আমি আমার স্নাতক স্তরের ষষ্ঠ সেমিস্টার সম্পন্ন করেছি। এখন আমি প্রাক্তন ছাত্রী। বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের সময় থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল ইতিহাসে অনার্স করার। কিন্তু মাধ্যমিক পাস করে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রতি আমার অন্য এক ভালবাসা জন্মায়। এই ভালোবাসা নিয়েই আমি 2021 সালে H.S পাস করলাম। এরপরই বাবার আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকার কারণে আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। আমি তখন খুব ভেঙে পড়েছিলাম। আমার হয়তো আর কলেজে ভর্তি হওয়া হবে না। কিন্তু আমার হাজবেন্ডের সহযোগিতায় আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স নিয়ে করিমপুর পান্না দেবী কলেজে ভর্তি হলাম।

প্রথম দিন কলেজে এসে স্যার ম্যামের সাথে সাক্ষাৎ করে খুব ভালো লাগে। তাদের কথাবার্তা শুনে কলেজের প্রতি আরো আগ্রহ জন্মায়। প্রথম ক্লাসে আসেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডক্টর প্রসেনজিৎ সাহা স্যার। তিনি উদাহরণ দিয়ে দিয়ে টপিক বাই টপিক খুব সুন্দরভাবে পড়াতেন। তারপর ক্লাসে আসেন শফিউল ইসলাম খান স্যার, স্বপন কুমার বিশ্বাস স্যার, রিঙ্কি বিশ্বাস ম্যাম, মৃণাল সিংহ বাবু স্যার প্রত্যেকেই আমাদের খুব সুন্দরভাবে ক্লাস নিতেন। এইভাবেই শুরু হয় বিভাগের পঠন পাঠন কিছুদিন ক্লাস চলার পর কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ তখনও করোনার ভয়াবহতা পুরোপুরি কাটেনি। কলেজ বন্ধ থাকলেও আমাদের বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকারা দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী Google meet এ অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করেন। এবং যথেষ্ট দায়িত্ব সহকারে অনলাইন ক্লাস নেয়। এই প্রচেষ্টা আরো বেশি মুগ্ধ করে। এইভাবে টিউশন পরে, Google meet এ অনলাইনে ক্লাস করে এবং অনলাইন এক্সাম দিয়েই প্রথম ও দ্বিতীয় সেমিস্টার কেটে যায়। এরপর আমরা করোনার আশঙ্কা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হই। তাই অফলাইন ক্লাস এবং অফলাইন এক্সামের সম্ভাবনা নিয়ে উত্তেজনার সঙ্গে শুরু করি তৃতীয় সেমিস্টার। কিছুদিন তৃতীয় সেমিস্টারএ টিউশন পড়ার পর আর্থিক অবস্থার কারণে টিউশন বন্ধ করে দিতে হয়। কলেজের উপর নির্ভর করেই পড়াশোনা চালিয়ে গেলাম। নিয়মিত কলেজে গিয়ে স্যার ম্যামের ক্লাস করতাম। কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে স্যার তা যত্ন সহকারে দায়িত্ব নিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। এছাড়াও Google Classroom এর মাধ্যমে নিয়মিত প্রশ্ন উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করতেন। এইভাবেই আমাদের বিভাগের স্যার ম্যামের উপর নির্ভর করেই চতুর্থ, পঞ্চম, ও ষষ্ঠ সেমিস্টার উত্তীর্ণ করলাম।

স্যার ম্যামদের আন্তরিকতা পূর্ণ পাঠদান ও স্নেহ আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। আমাদের বিভাগের পক্ষ থেকে দুটি ন্যাশনাল সেমিনার আয়োজন করা হয়েছিল প্রথমটি হল 1. National Seminar on Cultural Diversity

of India; A Multidimensonal Approach (09th এবং 10th sepember 2022) দ্বিতীয়টি হল International Seminar on Democracy Secularism and Fedaralism in VikdhitBharat @ 2047 Opportunities Challenges (08th - 09th January 2025) এই দুটি। সেমিনারে দুদিন ধরে বিভিন্ন কলেজ ও ইউনিভার্সিটি থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেছিল। এই দুটি সেমিনার থেকেই আমরা অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ কিভাবে উজ্জ্বল হতে পারে সেই শিক্ষাও আমরা এই সেমিনার থেকে পেয়েছি।

আমাদের কলেজ জীবন শেষ তবুও কলেজের তিনটি বছর আমার জীবনের অম্লান হয়ে থাকবে। আমি করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ থেকে অনেক সুন্দর মুহূর্ত, সুশিক্ষা, অভিজ্ঞতা, অভিনব জ্ঞান ইত্যাদি লাভ করেছি। তাই আমি করিমপুর পান্নাদবী কলেজ এবং কলেজের প্রত্যেকটি বিশেষ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দের কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবো। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ তথা করিমপুর পান্নাদেবী কলেজের সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকার চরণে আমি শতকোটি প্রণাম জানাই।

কলেজ জীবনের সবই ছিল মাধুর্যমন্ডিত। যা এক অনবদ্য অনুভূতি, শুধু সেই উপলব্ধি করতে পারবে যে তার জীবনের মূল্যবান সময় বিকিয়েছে। কলেজ জীবন হল ভবিষ্যতে বীজ বপন করার সময়। স্যার ম্যামের সঙ্গে কাটানো সেই দিনগুলির কথা আমার আজও মনে পড়ে। এবং তাদের আমাদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ববোধ, বাবা মায়ের মতো শাসন, ভালবাসা এই সব কিছুই চিরকাল স্মৃতি হয়ে থাকবে আমার মনের অন্তরালে।

পুস্তক পর্যালোচনা

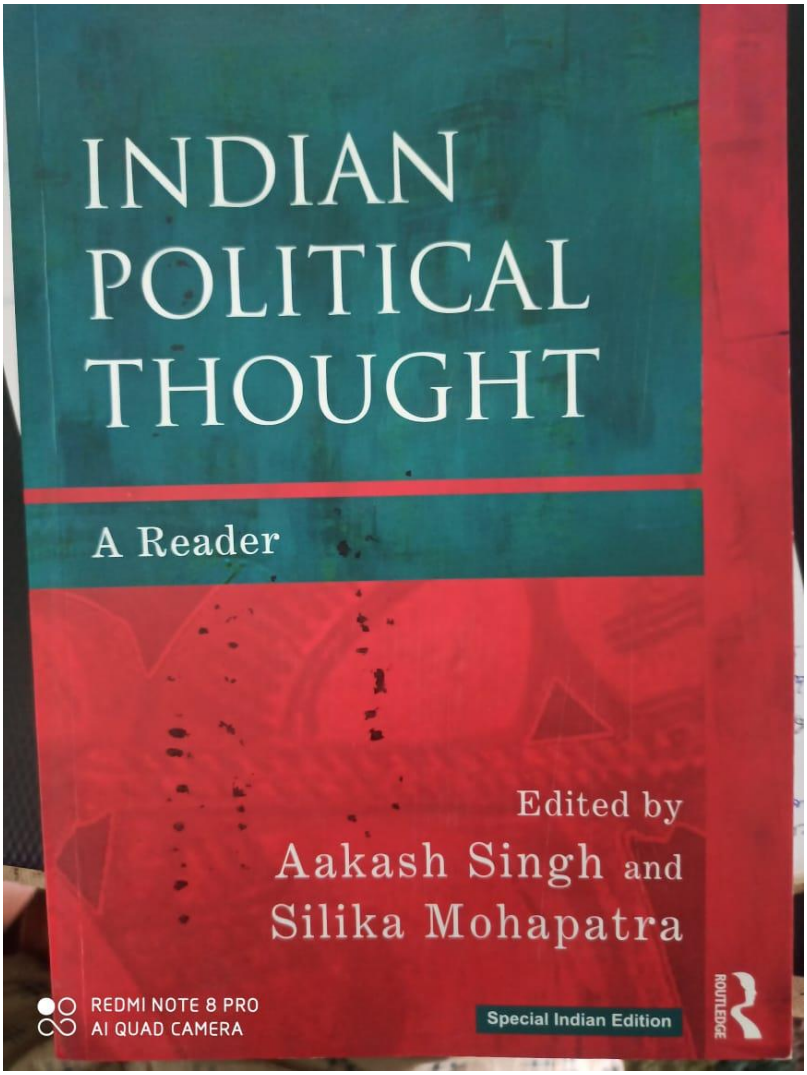

Indian Political Thought
Edited by: Aakash Singh and Silika Mohapatra
Publisher: Routledge (Special Indian Edition)

Year: 2010
ISBN no: 978-1-032-32030-4

তামান্না ইয়াসমিন, ষষ্ঠ সেমিস্টার,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ্যক্রমে ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার বিষয়টি আবশ্যিক এবং অত্যন্ত আগ্রহের বিষয়। সাধারণত বাংলায় অথবা ইংরেজিতে প্রকাশিত বইগুলি নির্দিষ্ট ব্যক্তির রাজনৈতিক ধারণা গুলিকে নিয়েই আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে। যা অবশ্যই সিলেবাস ভিত্তিক। কিন্তু যারা আর একটু ভালোভাবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, তার উৎস, তার অবদান এবং ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, ভারতের রাজনৈতিক চিন্তার মৌলিকতা, নারীবাদ, পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে গভীর চর্চা করতে চায় সেই রকম একটি গ্রন্থের অভাব ছিল অনেকদিন থেকেই। বর্তমান গ্রন্থটি অনেকাংশে এই অভাব পূরণ করেছে বলা যেতে পারে বহু নতুন বিষয়ের তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলিকে নিয়ে আলোচনা করেছে। বইটির প্রথম অধ্যায়ই 'ভারতের রাজনৈতিক তত্ত্বের দারিদ্রতা' বিষয়ে একটি মনোগ্রহী আলোচনা করেছেন ভিকু পারেক। এছাড়াও রামচন্দ্র গুহ, নিরা চন্দ্রক, অমর্ত্য সেন, টিএন মদন, রোমিলা থাপার, অখিল বিলগ্রামী, সুদীপ্ত কবিরাজ, রত্না কাপুর, গায়ত্রী চক্রবর্তীর মত বিশিষ্টজন এর পাশাপাশি হোমি ভাবা, আশিষ নন্দী, উপেন্দ্র বক্সির মত পোর খাওয়া ইতিহাস ও নৃতত্ত্ববিদেরাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক বিতর্কিত বিষয় ভারতের রাজনৈতিক চিন্তার প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেছেন। বইটি পঠন পাঠন বা একাডেমিক জগতে একটি অবশ্য পাঠ্য পুস্তক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে যে বিতর্ক প্রবন্ধ রয়েছে ভারতের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে সামনে রেখে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে তাদের রাজনৈতিক চিন্তার আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বইটি অবশ্যই একটি সংগ্রহ করার মত পুস্তক।

ক্যুইজ

সৌরভ স্বর্ণকার

১) ভারতের কোন রাজ্যকে ভেঙে ছত্রিশগড় রাজ্য গঠিত হয়? –

ক) মধ্যপ্রদেশ খ) উত্তর প্রদেশ গ) ছত্রিশগড়

২) সবজি অল্প দিনের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? –

ক) মোরারাজি দেশাই খ) চৌধুরী চরণ সিং গ) ইন্দিরা গান্ধী

৩) পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি? –

ক) প্রফুল্ল ঘোষ খ) মমতা ব্যানার্জি গ) আশুতোষ ব্যানার্জি

৪) লোকসভার একটি রাজনৈতিক দলকে বিরোধী দল হিসেবে মর্যাদা পেতে হলে ন্যূনতম কত শতাংশ আসন পেতে হয়? –

ক) ২০% খ) ৩০% গ) ১০%

৫) আইনসভার যে কোন কক্ষে আলোচনা অংশগ্রহণ করতে পারেন কে? –

ক) রাষ্ট্রপতি খ) উপরাষ্ট্রপতি গ) অ্যাটর্নি জেনারেল

৬) মুখ্য নির্বাচন কমিশনের কার্যকাল কত? –

ক) পাঁচ বছর খ) ৬ বছর গ) চার বছর

৭) সংবিধানের কত নম্বর ধারা অনুসারে কম্পোট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল কে নিযুক্ত করা হয়? –

ক) ১৪২ নম্বর ধারা খ) 148 নাম্বার ধারা গ) ১৪০ নম্বর ধারা.

৮) জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ এর সভাপতিত্ব করেন কে? –

ক) রাষ্ট্রপতি খ) উপরাষ্ট্রপতি গ) প্রধানমন্ত্রী

৯) বর্তমান ভারতের কয়টি হাইকোর্ট রয়েছে? –

ক) ২৫ খ) ২৬ গ) ৩০

১০) ভারতীয় সংবিধানে কত নম্বর ধারায় অর্থ বিল এর কথা উল্লেখ রয়েছে? –

ক) ১১০ খ) ১২৩ গ) ১২৩

১১) ভারতীয় সংবিধানের উপর লিখিত লোকপালের ধারণাটি কোন দেশের সংবিধান থেকে গৃহীত হয়েছে? -

ক) আফ্রিকা গ) জার্মানি ঘ) সুইডেন

১২) কেশব আনন্দ ভারতী বনাম কিরল রাজ্য মামলা কত সালে হয়েছিল? –

ক) ১৯৭২ গ) ১৯৭৩ গ) ৯৫০

১৩) ক্রিপস মিশন কত সালে ভারতে আসে? –

ক) ১৯৪৯ খ) ১৯৪২ গ) ১৯৪৭

১৪) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? –
ক) চার্চিল খ) এটলি গ) রুশ ভেল্ট

১৫) ভারতের গণপরিষদে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা কত ছিল? –
ক) ৮২ খ) ৮৩ গ) ৮০

১৬) ভারতের নবীনতম রাজ্য কোনটি? –
ক) হায়দ্রাবাদ খ) তেলেঙ্গানা গ) ছত্রিশগড়

১৭) রাষ্ট্রপতি রাজ্য সভায় মোট কতজন সদস্যকে মনোনীত করতে পারেন? –
ক) ১২ জন খ) ১৩ জন গ) ১৫ জন

১৮) জিরো আওয়ার বলতে কোন সময়কে বোঝানো হয়?
ক) ১-২ খ) ১১-১২ গ) ১২-১

১৯) স্বাধীন ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? –
ক) সুচেতাকে কৃপালিনী খ) অজয়া মুখার্জি গ) মমতা ব্যানার্জি

২০) কত সালে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়?
ক) ২০১২ খ) ২০১৩ গ) ২০১৪

ফিরে দেখা .....

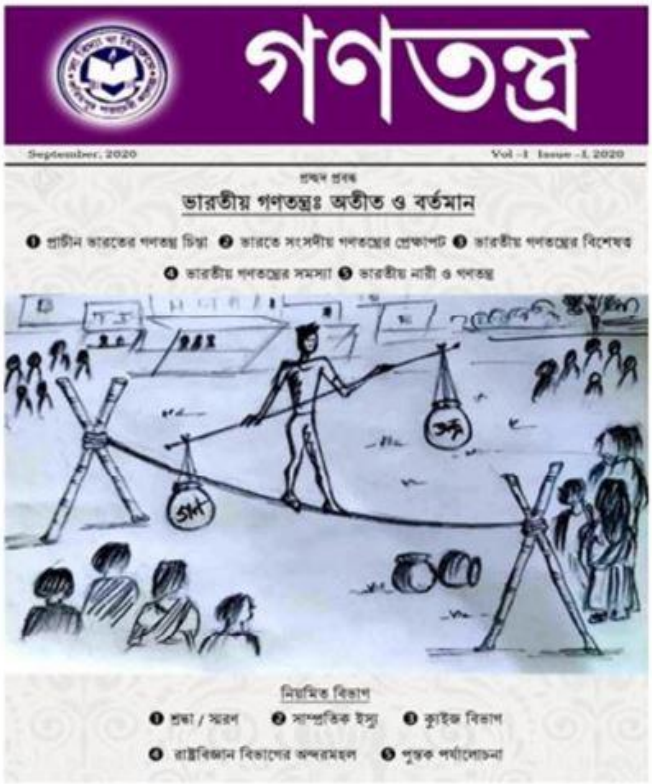

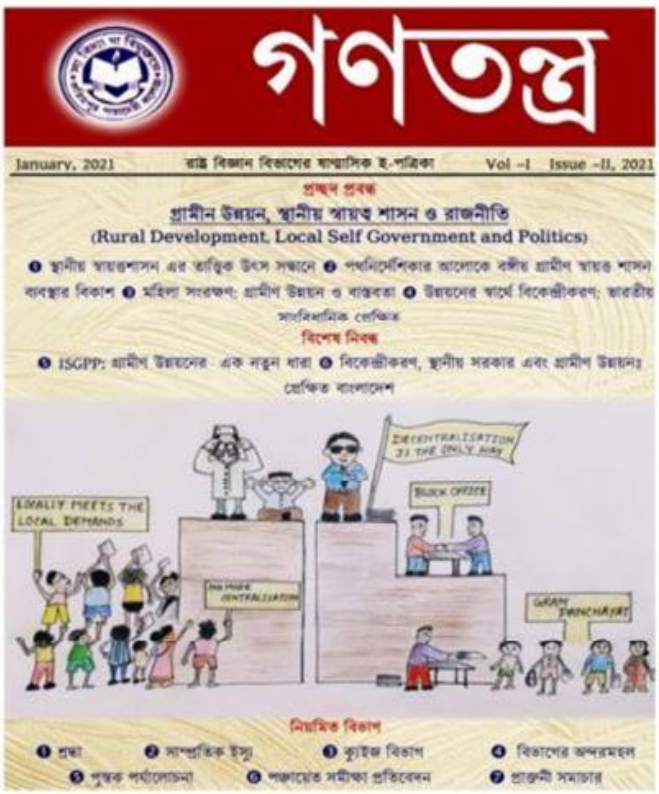

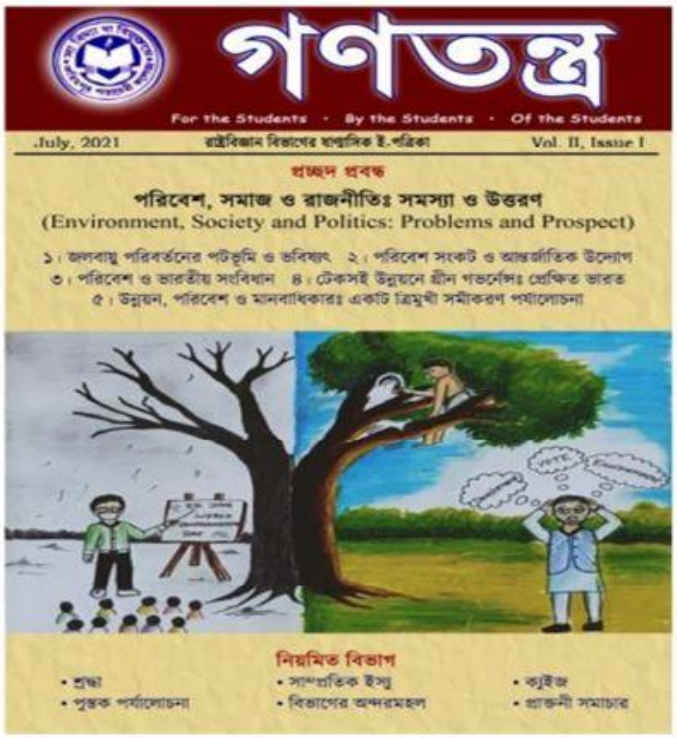

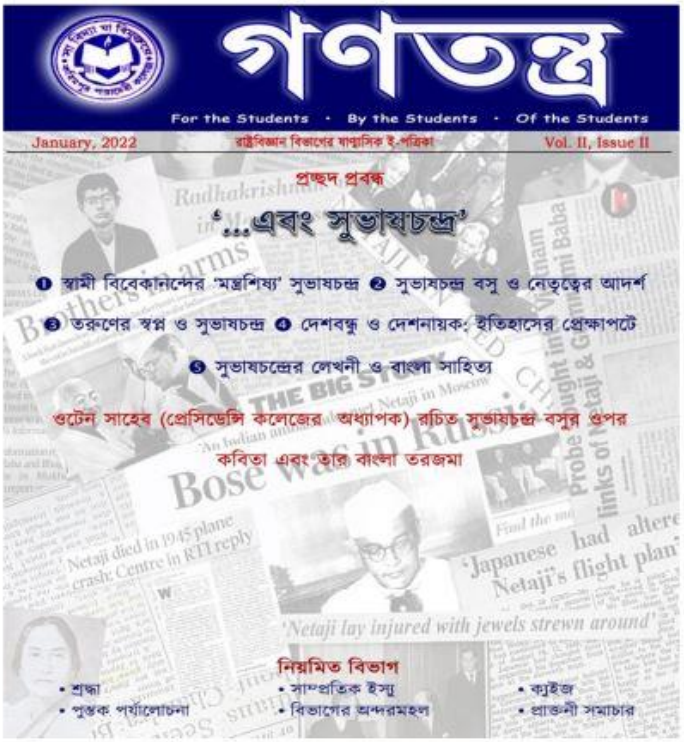

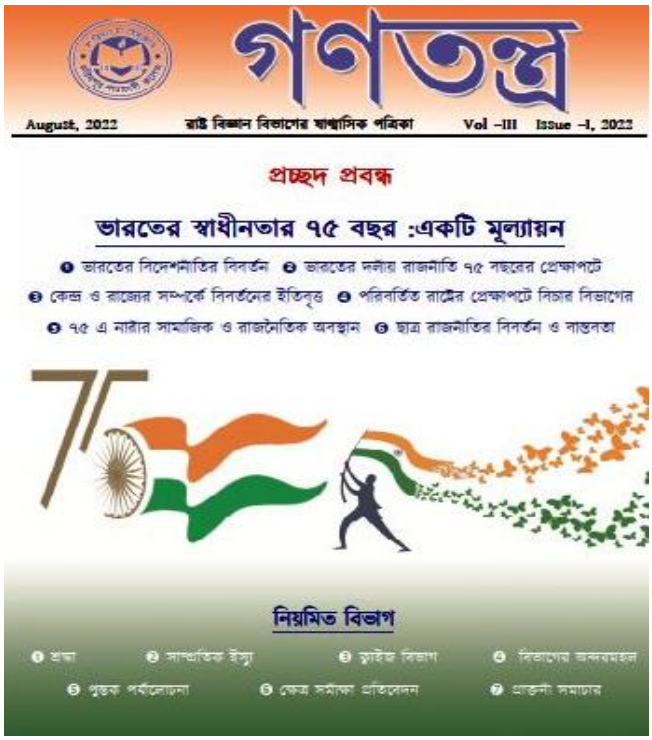

ক্যুইজের উত্তরঃ-

১) ক ২) খ ৩) ক ৪) গ ৫) গ ৬) খ ৭) খ ৮) গ ৯) ক ১০) ক ১১) ঘ ১২) গ ১৩) খ ১৪) ক ১৫) গ ১৬) খ ১৭) ক ১৮) গ ১৯) ক ২০) খ ।

গণতন্ত্র
For the Students · By the Students · Of the Students
August, 2023
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ষাণ্মাসিক ই-পত্রিকা
Vol. No 4, issue no. - 1
INDIA@76
প্রচ্ছদ প্রবন্ধ
ভারতীয় রাজনীতি সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি
(Indian Politics: Emerging Trends)
১. মিডিয়া ও ভারতীয় রাজনীতি
২. বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা
৩. একদলীয় প্রাধান্য কারী ব্যবস্থা না আঞ্চলিক দলের গুরুত্ব বৃদ্ধি: ভারতীয় রাজনীতি কোন পথে
৪. রাজনৈতিক দল ও ভোট কুশলী ব্যবস্থাপক সম্পর্ক: চিরাচরিত প্রচার প্রক্রিয়া কি বদলাচ্ছে
নিয়মিত বিভাগ
● শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ● সাম্প্রতিক ইস্যু ● ক্যুইজ
● পুস্তক পর্যালোচনা ● বিভাগীয় অন্দরমহল ● প্রাক্তনীর কলমে

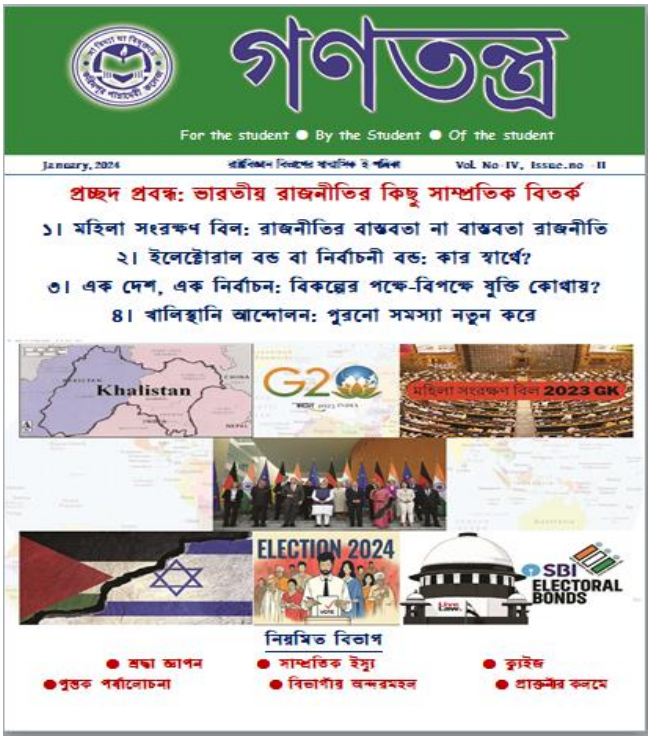
গণতন্ত্র
For the student ● By the Student ● Of the student
January, 2024
Vol. No- IV, Issue.no - II
প্রচ্ছদ প্রবন্ধ: ভারতীয় রাজনীতির কিছু সাম্প্রতিক বিতর্ক
১। মহিলা সংরক্ষণ বিল: রাজনীতির বাস্তবতা না বাস্তবতা রাজনীতি
২। ইলেক্টোরাল বন্ড বা নির্বাচনী বন্ড: কার স্বার্থে?
৩। এক দেশ, এক নির্বাচন: বিকল্পের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি কোথায়?
৪। খালিস্থানি আন্দোলন: পুরনো সমস্যা নতুন করে
Khalistan
G20
ELECTION 2024
SBI ELECTORAL BONDS
নিয়মিত বিভাগ
● শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ● সাম্প্রতিক ইস্যু ● ক্যুইজ
● পুস্তক পর্যালোচনা ● বিভাগীয় অন্দরমহল ● প্রাক্তনীর কলমে

গণতন্ত্র
July, 2024
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের ষাণ্মাসিক ই-পত্রিকা
Vol. no. V, Issue no. I
প্রচ্ছদ প্রবন্ধ
DESH KA GARV
BJP
Cong.
SP
TMC
DMK
TDP
JD(U)
NEWBIES VS OLD-TIMERS
(Out of 542 MPs*)
Eight terms 2
Seven terms 7
Six terms 10
Debutants 280
Two terms 119
Three terms 74
Four terms 35
Five terms 19
নিয়মিত বিভাগ
● শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ● সাম্প্রতিক ইস্যু ● ক্যুইজ
● পুস্তক পর্যালোচনা ● বিভাগীয় অন্দরমহল ● প্রাক্তনীর কলমে